নলিনী চট্টোপাধ্যায়

দেবদাসী

—প্রণেতা—

শ্রীনলিনী মোহন চট্টোপাধ্যায়।

রঙ্‌মহলে অভিনীত

প্রথম অভিনয়

—শিবরাত্রি—

২১শে ফাল্গুন, ১৩৩৮

—প্রথম সংস্করণ—

—এক টাকা—

"প্রকাশক"

শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়।

শিল্পকুটীর, ডায়মণ্ডহারবার রোড।

বেহালা।

Printed by JATINDRA NATH BASU,

At the SHRIDHAR PRESS,

23, Mechuabazar Street,

CALCUTTA.

পরিচয়

পরিচালক	দি রঙ্‌মহল লিমিটেড।
প্রযোজক	শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায়।
মঞ্চাধ্যক্ষ	শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে।
সঙ্গীতাচার্য্য	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে। (অন্ধগায়ক)
বংশীবাদক	শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ।
হারমোনিয়মবাদক	শ্রীকালীদাস ভট্টাচার্য্য।
নৃত্য-শিক্ষক	শ্রীঅনাদি মুখোপাধ্যায়।
সঙ্গতি	শ্রীঘণ্টেশ্বর প্রামাণিক।
রঙ্গমঞ্চ-সজ্জাকর	শ্রীভূতনাথ দাস।
	শ্রীননীগোপাল সান্ন্যাল।
আলোক সম্পাত-কারিগণ	শ্রীবিভূতিভূষণ রায়।
	শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য (২)।
স্মারক	শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ।
	শ্রীননীগোপাল দে, (এমেচার)

—প্রথম অভিনয়-রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ—

স্মৃতিভূষণ	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে।
পঞ্চানন	শ্রীহরেন রায়। (এমেচার)
হেরম্বনাথ	শ্রীবিজয়কার্ত্তিক দাস।
বাউল	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে, (অন্ধগায়ক)।
কেবলরাম	শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, (হাজুবাবু)।
শেখর	শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায়।

কালীচরণ	শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।
হারু	শ্রীযুগলকিশোর দত্ত।
পরেশ	শ্রীহারাধন ধাড়া।
নেপাল	শ্রীগোষ্ঠবিহারী ঘোষাল।
দয়াল	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ পাত্র।
চাষা	শ্রীঘণ্টেশ্বর প্রামাণিক।
পুরোহিত ও ভৃত্য	শ্রীবিজয় মজুমদার।
কুবলয়	শ্রীমনীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
জনৈক গ্রামবাসী	শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ চৌধুরী।
গ্রাম্যবালকগণ ও রাখাল বালকগণ	শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী, শ্রীমতী আনন্দময়ী, শ্রীমতী ফিরোজাবালা (ফিরী), শ্রীমতী পূর্ণিমা (পুনি), শ্রীমতী আনিবালা শ্রীমতী নির্ম্মলবালা, শ্রীমতী কমলাবালা শ্রীমতী সূর্য্যমুখী (ফোটা)।
রজনীগন্ধা	শ্রীমতী শেফালিকা (পুতুল)।
পার্ব্বতী	শ্রীমতী প্রকাশমণি।
অতসী	শ্রীমতী তারকবালা (লাইট)।
দেবদাসীগণ ও গ্রামবাসিনীগণ	শ্রীমতী চারুবালা, শ্রীমতী কমলাবালা, শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী, শ্রীমতী ইন্দুবালা, শ্রীমতী সূর্য্যমুখী (ফোটা), শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী, শ্রীমতী আনন্দময়ী, শ্রীমতী ভানুবালা।

চরিত্র

...শীশেখর স্মৃতিভূষণ	...	ত্রিবেণীর তৎকালিন সমাজপতি
...ঞ্চানন	...	ঐ পুত্র
...হেরম্বনাথ	...	৺শ্রীশ্রীরাধারমণ জীউয়ের সেবায়েত
...বলরাম চক্রবর্ত্তী	...	ত্রিবেণীবাসি কুচক্রী ব্রাহ্মণ
...বলয়	...	সপ্তগ্রামের রত্নেশ্বর শ্রেষ্ঠীর পুত্র
...শখর রায়	...	ত্রিবেণীর যুবকদলের নেতা
...চারু ...রেশ ...নপাল	...	ত্রিবেণীর যুবকগণ
...য়াল	...	ত্রিবেণীবাসি জনৈক ব্রাহ্মণ
...উল		

... পুরোহিত, ভৃত্য, চাষা, গ্রামবাসিগণ, গ্রাম্যবালকগণ ও রাখাল বালকগণ।

...জনীগন্ধা	...	হেরম্বনাথের পালিতা কন্যা
...ার্ব্বতী	...	ত্রিবেণীর জনৈক বৃদ্ধা
...তসী	...	বাউলের স্ত্রী

দেবদাসীগণ ও গ্রামবাসিনীগণ

সংযোগ স্থল :—প্রাচীন ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রাম।

অমূল্য উপদেশ সকল আমার ভবিষ্যৎ যাত্রা পথ যথেষ্ট সুগম করিয়া দিবে।

দেবদাসীর প্রযোজক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায় দেবদাসীকে অভিনয়োপযোগী করিয়া তুলিতে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার ও অন্ধগায়ক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে মহাশয়ের নির্দ্দেশ মত অনেক স্থল লিখিত হইয়াছে। প্রযোজক মহাশয়ের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে কিনা, তাহা নাট্য-রসিকগণই বিচার করিবেন, আমার মনে হয় তাঁহার শ্রম ব্যর্থ হয় নাই। আলোক সম্পাত ও দৃশ্যপটের পরিকল্পনার দিক দিয়া শ্রীযুক্ত মণীগোপাল সান্যাল মহাশয়ের সাহায্য ত্রিবেণীর অনাদৃতা দেবদাসীকে উজ্জ্বল মধুর করিয়া তুলিয়াছে, দেবদাসীর সহিত তাহার স্মৃতি চিরবিজড়িত থাকিবে। শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষের সময়োচিত সাহায্যও ভুলিবার নয়।

পরিশেষে আরও দুইজনের নাম উল্লেখ করিয়া পূর্ব্বকথা শেষ করিব, একজন বর্ত্তমান রঙ্গালয়ের হাস্যরসিক নটশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দে মহাশয় ও অপরজন আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত ননীগোপাল দে, মহাশয়। দেবদাসী অভিনয় করাইবার সর্ব্বশেষ প্রচেষ্টা করিয়া ইহারাই আমাকে নবীন নাট্যকাররূপে সাধারণে উপস্থিত করিয়াছেন, আনন্দময় রাধারমণ ইহাদের মঙ্গল করুন ইহাই আমার আন্তরিক কামনা।

যে সকল অভিনেতা, অভিনেত্রী, দেবদাসীকে প্রাণবন্ত হইতে সাহায্য করিয়াছেন, তাহাদের সকলকেই আমি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা জানাইতেছি—

৮নং ন্যায়রত্ন লেন, কলিকাতা।
১লা বৈশাখ ১৩৩৯

শ্রীনলিনী মোহন চট্টোপাধ্যায়

দেবদাসী

পূর্ব্বানুবৃত্তি
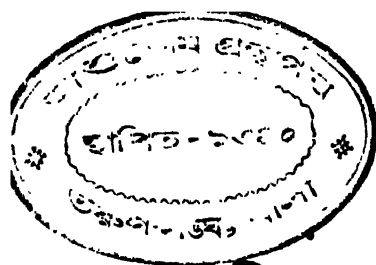
কাল প্রভাত। ত্রিবেণী—৺রাধারমণ জীউয়ের নাট-মন্দির, লোকারণ্য—অদূরে গর্ভমন্দিরের সম্মুখে পুরোহিত মঙ্গল আরতি করিতেছিলেন, তাঁহার নিকটে রজনীগন্ধা প্রভৃতি দেবদাসীগণ আরত্রিক নৃত্য করিতেছিল। জনতার মধ্যে এক মাত্র কুবলয় শ্রেষ্ঠী বিমুগ্ধ নেত্রে রজনীগন্ধার নৃত্য দেখিতেছিল।............নৃত্য শেষ হইল—দেবদাসীগণ চলিয়া যাইতেছিল এমন সময় রজনী কুবলয়কে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

রজনী। তুমি?

কুবলয়। আমি রত্নেশ্বর শ্রেষ্ঠীর পুত্র কুবলয়। তুমি?

রজনী। আমি দেবদাসী রজনীগন্ধা।

—এক মাস পরে—

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

৺রাধারমণের নাটমন্দির কাল গোধূলি

(হেরম্বনাথ ও স্মৃতিভূষণের প্রবেশ)

হেরম্ব। সব বুঝলেম, কিন্তু প'ণের টাকা জোগাড় হবে কোথা থেকে ?

স্মৃতি কেন এতকাল তুমি কি মন্দিরে ব'সে, বাজে কাজে দিন কাটাচ্ছিলে ? এত পাওনা তোমার, আর বল কিনা কোথা থেকে যোগাড় হবে ! তুমি তো বেশ কৌতুক করতে পার দেখছি।

হেরম্ব। সে সব কার? রাধারমণের। সে সব রাধারমণের ভক্তদের সেবায় ব্যয়িত হয়, আমার কপর্দ্দকও নেই আমি ভিখারীর চেয়েও দরিদ্র

স্মৃতি। রাখ ও সব বাজে কথা, ও সব কথায় কি আর শশীশেখর স্মৃতিভূষণ ভোলে ? স্মৃতিভূষণ তোমার ঢের উপরে খায়, বুঝলে। তুমি কি আমায় একটা যা তা ভাব ?

(পঞ্চাননের প্রবেশ)

পঞ্চা। বলি ও ঠাকুর, তুমি ঘোড়ারডিম ওঁকে যা তা ভেবে নিয়েছ—করেছ কি ? ওর ঘোড়ারডিম নাড়া

নক্ষত্র তো আমার অজানা নেই। বাড়ীতে বসে চোখ মা বুঁজে যখন ঘোড়ারডিম মালা টপ্‌কান তখন ওঁর মনটা করে কি জান? সূক্ষ্মমূর্ত্তি ধরে, এই ত্রিবেণীর তামাম লোকের সিন্দুক হাঁটকায়। তা দেখ বাবা, তোমায় ঘোড়ার-ডিম যা মতলব দিয়েছি, এই ফাঁকে ঘোড়ারডিম হাঁসিল কর।

স্মৃতি। পঞ্চানন স্থিরো ভবঃ—

পঞ্চা। কেবল ঐ ঘোড়ারডিমের কথা "স্থিরো ভবঃ—" সব তাতেই তোমার চালাকী ঘোড়ার ডিম আমার ভাল লাগে না। দেখ ঠাকুর, তোমার ঐ ঘোড়ারডিম রজনীকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দাও, তোমারও একটা হিল্লে হোক্, আমারও একটা ঘোড়ার ডিম হ'য়ে হোক। আমি এখন বড্ড ব্যস্ত; তুমি আমার বাবার সঙ্গে ঘোড়ারডিম একটা পাকা ব্যবস্থা কর, আমি চল্লুম। তুমি ও ঘোড়ারডিমকে কিছুতেই ছেড়' না।

[প্রস্থান।

স্মৃতি। নেহাৎ কচি বেলায় ওর মা মারা যাওয়ায় বিশেষ শাসন সংরক্ষণ না করায়, পাঁচু ঐ যা একটু—তা বালকের কথা ধর্ত্তব্যই নয়। "অমৃতং বাল ভাষিতং" বুঝলে ভায়া?

হেরম্ব। রজনী তো তার স্বামীকে আপনার আমার মত বালক ভেবে উপেক্ষা করতে পারবে না?

স্মৃতি। (ক্রুদ্ধভাবে) ঐ বিষয়ে তোমার কি মত মোটের ওপর তাই আমি জানতে চাই। আমার বিস্তর কাজ আছে—আমি বিলম্ব করতে পারি না।

হেরম্ব। আমার মত? আমার মতামত নেই। যাঁর কাজ তিনিই করবেন। সকল কার্য্যের সকল ফলাফলের ভার এত কাল তাঁর চরণে সমর্পন করে নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে আছি। আজও আমার সে নির্ভরতা আমি নষ্ট হতে দেব না।

স্মৃতি। নির্ভরতা! বেশ, দেখা যাক তোমার এই নির্ভরতা সমাজের কঠোর অনুশাসনের হাত থেকে তোমায় বাঁচায় কেমন ক'রে। তোমার নির্ভরতা—হাঃ হাঃ হাসালে—

[প্রস্থান।

হেরম্ব। অনুশাসন! এ অনুশাসন আর কত দিন চলবে? তোমাদের সমাজ কি ছিল আর কি হ'ল, তা ভেবে দেখ কি সমাজ-পতির দল? সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে চাও যদি, তাহলে তো চলবে না তোমাদের এই দুর্ব্বলের প্রতি উৎপীড়ন আর অত্যাচার। নইলে তোমাদের এই কঠোর অনুশাসন আর এক কালা পাহাড়ের সৃষ্টি করবে যার স্পর্শে তোমার সব কঠোরতা চুরমার হয়ে যাবে।

(রজনীগন্ধার প্রবেশ)

রজনী। বাবা—

হেরম্ব। এই যে রজনী। (সহসা) রজনী—রজনী—

তারা তোকে ছিনিয়ে নিতে চায়, আমার বুক থেকে, মন্দিরের বুক থেকে। রাক্ষস সমাজ যে তোর পেছু নিয়েছে।

রজনী। কি বললে? রাক্ষস সমাজ! সে আবার কে? আমি তো তোমার রামায়ণখানা গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত পড়ে ফেলেছি, তার ভেতর অনেক রাক্ষসের নাম লেখা আছে—কিন্তু ঐ যে সমাজ না কি, তার নাম তো কই পাই নি।

হেরম্ব। সে রাক্ষস ত্রেতায় ছিল না, দ্বাপরে ছিল না—সে জন্মেছে এই কলিযুগে।

রজনী। জন্মাক না কেন সে কলিযুগে—যাক না কেমন দেখি আমায় আমার রাধারমণের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে? এটা আর তার হাড়ে হ'তে হবে না! তুমি ভাবছ কেন? আমি গান গাই তুমি শোন—

গীত।

সাঁঝ সময়ে গৃহে আওয়ত—
যদুপতি, যশোমতি আনন্দ চিত।
দীপতি জ্বালি থারিপর ধরতঁহি,
আরতি করতঁহি গাওয়ত গীত
ঝলকত ও মুখ চন্দ—
ব্রজ রমণীগণ চৌদিকে বেঢ়ল,
হেরইতে রতিপতি পড়লহি ধন্দ,
ঘণ্টা ঝাঁঝরি মৃদঙ্গ বাজত,
সখিগণ ঘন ঘন জয় জয়কার।
বরখিত কুসুম নারীগণ হরখিত,
জগজন আনন্দ নগর বাজার॥

রজনী। বাবা! অন্য দিন আমার গান শুনলে, রাধা-রমণের মুখে কেমন হাসি ফুটে ওঠে, আজ কেন রাধারমণ হাসছেন না? রাধারমণ তো তোমায় সবই বলেন— জিজ্ঞাসা করতো একবার!

হেরম্ব। পাগ্‌লি কোথাকার, তুই পারলি না বুঝি?

রজনী। আমি জিজ্ঞাসা করলে বুঝি উত্তর দেন— যা তোমার রাধারমণ! আচ্ছা বাবা, আমার বেলায় সব উল্টো কেন?

হেরম্ব। কি, কি উল্টো রজনী?

রজনী। সবাইকার মা আলাদা আর বাপ আলাদা, আর তুমি কেবল‌ই বলবে কিনা, আমার মা আর বাপ একাধারে তোমার রাধারমণ। লোকের বাপ মা বকে, আবার আদরও করে, আমার সময় সময় কান্না পায়—উনি আমায় বকেনও না আদরও করেন না। এখন নয় আমি বড় হয়েছি, কিন্তু সেই ছেলে বেলায় তো কত দিন রাধারমণের ফুলবাগানে ঢুকে কত দৌরাত্ম্য করেছি, রাধারমণ তো কিছুই বলেননি—কেন বলেননি বাবা?

হেরম্ব। অত তুচ্ছ বিষয়ে রাধারমণ রাগ করেন না। তিনি রাগলে কি আর রক্ষে আছে?

রজনী। হাঁ হাঁ, এতক্ষণ বাদে বুঝতে পেরেছি কেন তিনি রাগ করেন না। তিনি কিন্তু মুখ টীপে টীপে হাসেন—খালি হাসেন। তুমি দেখবে বাবা? আচ্ছা তোমায় দেখাচ্ছি, রোস। তুমি এক দৃষ্টে ঐ দিকে চেয়ে থাক?

গীত।

নব নীরদ নিন্দিত কান্তি ধরং।
রস সাগর নাগর ভূপ বরম্॥
শুভ চারু বঙ্কিম শিখণ্ড শিখং।
ভজ কৃষ্ণ নিধিং ব্রজ রাজ সুতম্॥
ভ্রু বিশঙ্কিত বঙ্কিম শক্র ধনুং,
মুখচন্দ্র বিনিন্দিত কোটি বিধুম্॥
মৃদু মন্দ সুহাস্য সুভাষ্য যুতম্,
ভজ কৃষ্ণ নিধিং ব্রজ রাজ সুতং॥

রজনী। কেমন দেখতে পাচ্ছ কিছু?

হেরম্ব। জয় রাধারমণ। রজনী, রজনী ধন্য তুই, ধন্য তোর সাধনা! ঠাকুর ঠাকুর রাধারমণ—

রজনী। তুমি ঠাকুরের সঙ্গে কথা কও বাবা আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

হেরম্ব। আমার মনের এই জমাট অন্ধকার দূর করে দিতে, বুঝি তোমারই আশ্বাস বাণী আজ রজনীর মুখ দিয়ে নেমে এল প্রভু—নিশার ঘন অন্ধকারের মাঝে, যেমন ক'রে উদয়াচলে রাগরেখা ফুটে ওঠে, ব্যাধি জর্জ্জরিত সন্তানের শিয়রে জননীর স্নেহ পরশ—যেমন সর্ব্ব যাতনার লাঘব করে। তাই হোক ঠাকুর, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, তোমার বাণীই সত্য হোক।

[প্রণাম ও প্রস্থান।

(একদিক দিয়া কুবলয় ও অন্য দিক দিয়া রজনীর প্রবেশ)

রজনী। বাবা—কে কুবলয়।

কুবলয়। রজনী তোমায় একটা কথা বলতে এলেম।

রজনী। কি বলবে বল ?

কুবলয়। কি বলবো খুঁজে পাচ্ছি না—এই এই—

রজনী। বা বেশ মজা তো ; কথা বলতে চাইছো অথচ কথাটা খুঁজে পাচ্ছ না ?

কুবলয়। তাইত কি বলবো ?

রজনী। বল না, তুমি খালি বলবো বলবো করছো, বলই না ?

কুবলয়। বলছি দাঁড়াও। আমার তীর্থ করতে এখানে আসা নয়, তবু এসেছি কেন জান ?

রজনী। তুমিই বল না কেন ?

কুবলয়। তোমায় দেখতে, শুধু তোমায় দেখতে।

রজনী। ধ্যেৎ—কি বলছো ?

কুবলয়। তুমি বোধ হয় জান, দূর দূরান্তর থেকে লোকে তোমাদের এই ত্রিবেণীতে আসে ?

রজনী। হাঁ তারা আসে আমার রাধারমণকে দেখতে।

কুবলয়। যারা এখানে আসে তাদের মুখে শুনেছিলাম, রাধারমণের দেবদাসী এক অপরূপ সুন্দরী। তাদের কথা মাটেই বিশ্বাস করতে পারিনি। এখন নিজের চোখে দেখে

মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি, ত্রিবেণীর দেবদাসী শুধু অপরূপ সুন্দরী নয় অলোক সামান্যা।

রজনী। ও সব বড় বড় কথা আমি বুঝতে পারি না—বাবা বলেন রাধারমণ সুন্দর, তাঁর চেয়ে কেউ সুন্দর হতে পারে না কুবলয়।

কুবলয়। তবে কি আমি মিথ্যা বলছি?

রজনী। ও সব কথা আমার ভাল লাগে না; তার চেয়ে এমন কথা বল, যা আমার ভাল লাগে।

কুবলয়। কি কথা তোমার ভাল লাগে?

রজনী। তোমার বাড়ীর সব কথা। এখনও তুমি আমায় সবটা বলনি। আজ আমি সবটা শুনে তবে তোমায় যেতে দেব।

কুবলয়। শুনে আর কতটুকু আনন্দ পাবে? তোমায় নিয়ে গিয়ে যদি দেখাতে পারতুম—

রজনী। কেন, তোমায় তো আমি বলেই রেখেছি যে তুমি নিয়ে গেলেই আমি যাব।

কুবলয়। সত্য বলছ রজনী? তুমি যাবে? আমার সঙ্গে যাবে?

রজনী। কেন যাব না? তুমি এসে যেমন আমাদের ত্রিবেণী দেখে গেলে, আমিও তেমনি গিয়ে—

কুবলয়। কবে সে দিন আসবে রজনী? সে অনাগত দিনের আর কত দেরি, দেবী?

রজনী। তুমি বড় ভুল কর কুবলয়। আমি মোটেই দেবী নই—আমি দেবদাসী। আচ্ছা তোমাদের ওখানে ফুলবাগান আছে?

কুবলয়। আছে।

রজনী। আমাদের ফুলবাগানের চেয়ে বড় না ছোট?

কুবলয়। অনেক বড়। নানা দেশের নানা রঙের ফুল আমাদের বাগান আলো করে থাকে।

রজনী। সে সব ফুল দিয়ে কি হয়?

কুবলয়। কি আবার হবে? গাছে ফুটে গাছেই শুকিয়ে যায়।

রজনী। দেবতার পূজায় লাগে না? আচ্ছা, আমি গিয়ে সেই ফুল তুলে দেবতার পূজা দেব কেমন?

কুবলয়। সত্য বলচ রজনী?

রজনী। হাঁ কুবলয় সত্যি বলছি।

(নেপথ্যে হেরম্ব নাথ ডাকিল)

হেরম্ব। রজনী রজনী!

রজনী। বাবা ডাকছেন আমি এখন চল্লুন।

[প্রস্থান।

কুবলয়। রজনী যেন একটা প্রহেলিকা! এ রত্ন কি আমি পেতে পারি না? না—না হয় না, জাতিহীন বৈষ্ণব আমি ব্রাহ্মণ কন্যাকে কেমন করে পেতে পারি? (চিন্তা করিয়া) হাঁ আছে, এক উপায় আছে, যদি রজনী বৈষ্ণব ধর্ম্ম—

কিন্তু হেরম্বনাথ কি তাতে সম্মত হবে? আমার বিপুল ঐশ্বর্য্যের বিনিময়েও কি সম্মত হবে না? না—না যেমন করেই হোক আমি রজনীকে চাই-ই। স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের কাছে অকপটে সব বলি গিয়ে। তিনি বিচক্ষণ তিনি এর একটা উপায় করে দেবেন।

[প্রস্থান।

(হেরম্বনাথ ও শেখরের প্রবেশ)

হেরম্ব। তা দয়ালহরি গিয়ে গ্রামের প্রধান যাঁরা তাদের একটু মিনতি করে বল্‌লে তো পারে।

শেখর। কাল রাত থেকে তাদের বাড়ীতে শব পড়ে আছে—সৎকার করবার লোক পাচ্ছে না, আর আপনি কি মনে করেন যে সে মিনতি করে বলতে এখনো বাকী রেখেছে? যখন গ্রামের সনাতন হিন্দু সমাজীরা আর কিছুতেই এগুলেন না তখন নিরুপায় হয়ে এ কাজে আমাদের হাত দিতে হ'লো।

হেরম্ব। কিন্তু শেখর এতে হয়তো ওঁদের বিরুদ্ধাচরণ করা হবে।

শেখর। আর যদি বিরুদ্ধাচরণ না করি, মৃতের প্রতি অসম্মান, বিপন্নের উপর অত্যাচার করা হবে। আপনি যদি তা করতে বলেন, তাহলে শব পড়ে থাকুক।

হেরম্ব। না—না শেখর আমি সে কথাতো বলছি না—এ কথা কি মানুষে বলতে পারে?

শেখর। মানুষে যে কথা মুখে বলতে পারে না, এমন

জঘন্য কাজ অনেক সময় করে। তবে শুনুন আপনার সমাজ পতির কথাই আপনাকে বলছি। আমার বাড়ীর পাশের ঐ জমীটা বরাবর খালি পড়েছিল। বাবা মারা যাবার পর আমি ঐ জমীটায় একখানা ঘর তৈরী ক'রে বাউলদাকে থাকতে দিয়েছি। সে বেচারী আপন ভোলা মানুষ, নাম গেয়ে গেয়ে বেড়ায়, সে টাকা কোথা থেকে পাবে, মাথা গুঁজে থাকবারই ব্যবস্থা বা কোথা থেকে করবে? তার উপর সময়ে অসময়ে অতসী দিদিকে দিয়ে আমাদের যথেষ্ট উপকার হয়।

হেরম্ব। তা বটে—

শেখর। তা হয়েছে কি জানেন? সেদিন স্মৃতিভূষণ ঠাকুর আমায় ডাকিয়ে নিয়ে বললেন, "বাপু তোমার ব্যবস্থা বড় ভাল বুঝছি না। তুমি বদ্‌মায়েস ছুটোকে প্রশ্রয় দিয়ে কাজ মোটেই ভাল করছো না।"

হেরম্ব। ছিঃ ছিঃ—ওরা বদ্‌মায়েস কে বল্লে?

শেখর। স্মৃতিভূষণ মশাই তো বলেন, আপনার আমার মতে যাই হোক না। এর আবার বাহনটী জুটেছে আরও চমৎকার!

হেরম্ব। কে সে?

শেখর। আপনাদের কেবলরাম—ক্যাবলা—ভণ্ডের শিরোমণি।

হেরম্ব। সে কথা যাক, এখন দয়াল হরির বিষয়ে কি করবে?

শেখর। আমরা ঐ পতিত শবের সৎকার ক'রবো।

হেরম্ব। তোমরা মানে—?

শেখর। আমাদের তরুণের দল। ধরুন এই আমি, পরেশ, হারু, নেপাল, স্মৃতিভূষণ মশায়ের ছেলে পাঁচু—

হেরম্ব। পাঁচুও কি তোমাদের দলে নাকি? বটে—?

শেখর। সমাজের আরও যে দু একজন চাঁই আছেন, তাঁদের বাড়ীর ছেলেদেরও দলে ভিড়িয়ে নেব। তখন দেখা যাবে বাবা খুড়োর দল কেমন ক'রে তাদের একঘরে করেন।

হেরম্ব। তবে আর দেরী ক'রো না, যাও—

শেখর। আপনাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে। একটা অনর্থ ঘটতে পারে তো? আমরা শেষ পর্য্যন্ত এর জন্যে একটা যা তা করতেও রাজী আছি।

হেরম্ব। না—না, গোলমাল করাটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয় চল—চল, আমি ও যাচ্ছি। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাল প্রভাত—রাধারমণের মন্দিরের পথ।

বাউল।

(বাউলের গীত)

ভোরের আলো—ভোরের আলো—
ওরে আমার ভোরের আলো।
চির আঁধার হৃদয়টিতে জ্বালো—
তোমার কনক প্রদীপ জ্বালো ॥

(অতসীর প্রবেশ)

অতসী। বাউল, আজ তোমার একি, নূতন ভাব? আজ আর শ্যাম নয়, শ্যামাও নয়। তরুণ প্রেমিকের মত ভোরের আলো নিয়ে মাতলে— ?

বাউল। আজ এই ভোরের আলোকেই সঙ্গী করে যে বেরিয়ে পড়েছি অতসী।

অতসী। কত দূর, বাউল কত দূর?

বাউল। যত দূর যাওয়া যায় মাধুকরী তো নিয়েই ব'সে আছি অতসী, বাকী শুধু চল্‌তে সুরু করা। আমার ভেতর থেকে কে যেন বল্‌ছে "বেরিয়ে পড়, ওরে বেরিয়ে পড়—"

গীত।

আমার এই সুযোগে বেরিয়ে পড়া চাই।

((আমার) রথের ঠাকুর সাড়া দিলেন রথের ভিতর হতে—

বাহির হতে গরে,)

বন্ধ ঘরের আঁধার কোণে মন টেকে না তাই ॥

নিতুই আমার মন উদাসী যে—

কাহার চরণ পরশ সে চায় বুঝতে নারি রে,

মনটা আমার গুমরে মরে,

বন্ধ ঘরের অন্ধকারে,

ছেড়ে দেরে ছেড়ে দেরে সময় যে আর নাই ॥

অতসী। আজ তাহলে সত্যিই বেরিয়ে পড়লে বাউল?

বাউল। ওরে এবার আমার জয় যাত্রার পালা। তাঁর বেরিয়ে পড়ার ডাক শুনে ছুটকে বেরিয়ে পড়েছি, যেমন করেই হোক আমি যাব, তাঁর লুকোচুরি খেলা ভাঙ্গবো, তাঁকে এবার ছাড়ছিনে অতসী—কিছুতেই নয়। গিয়ে তাঁর কাছে. বুক ফুলিয়ে দাঁড়াব—বলব, "ঠাকুর, তোমার চালাকী অনেক সহ্য করেছি, আরও কতদিন তুমি এমনি চালাকী করে কাটাতে চাও?" হয়তো বলতে গলা কাঁপবে, তুচোখ দিয়ে পাগলা ঝোরার ঝরণা ঝরবে, তাও যদি হয়—তবু তাঁকে ছাড়বো না। আমার বুকের পাষাণ ভার, যদি তাঁর দেখা পেয়ে—গলে আমার তুচোখ দিয়ে সহস্র ধারায় নেমে আসে, সেই পাষাণ গলা জলে তাঁর রাতুল চরণ তুটী ধুইয়ে দিয়ে বলবো, "আমি এসেছি শঠ তোমার সঙ্গে ভাল রকম একটা বোঝাপড়া করতে, তোমায়

জয় করতে”, না না অতসী ওকথা বলা হবে না, তাহলে হয় তো তিনি মুখ ফিরিয়ে নেবেন। তার চেয়ে শুধু কাঁদবো, পাষাণের পায়ে আছড়ে পড়ে বলবো—

গীত।

তোমায় জয় করতে আসা নয় হে,
জয়-মাল্য দিতে।
তাই সাঁঝের বেলায় দাঁড়িয়েছি আজ,
তোমার আঙ্গিনাতে॥
আমার সব দরদের কুঁড়ি তুলে,
ভরিয়েছিলাম ডালা।
সেই কুঁড়িতেই গাঁথা হ'লো,
তোমার বরণ মালা।
নেমে এস ঠাকুর তোমার বেদীর উপর হ'তে,
আমার বরণমালা নিতে॥

অতসী। যা, আমি বারণ করবো না, তোর পথের কাঁটা হব' না; কিন্তু বলে যা কবে ফিরবি—বাউল, একটা আশা বুকে নিয়ে আমায় তো থাকতে হবে—বল বাউল, কবে ফিরবি?

বাউল। অতসী তুই দেখছি শেষটা আমার পথের কাঁটা হ'য়ে দাঁড়ালি। ওরে ফেরার কথা আমি কেমন ক'রে বলবো বল? আমি শুধু যাওয়ার কথাই জানি। বেরিয়ে পড়ার ডাক শুনে বেরিয়ে পড়েছি, আবার যতক্ষণ না ফেরার ডাক পড়ে ততক্ষণ ফিরছি না।

অতসী। তুই যে অন্ধ—কত দূর এমনি করে—

বাউল। তুই দেখছিস অন্ধ, কিন্তু আমিতো আমাকে অন্ধ দেখছি না। তুই দুঃখ করিস অতসী, পৃথিবীটাকে নাকি আমি দেখতে পেলাম না; কিন্তু অতসী পৃথিবীর দিকে চোখ পড়লে যে তার উপর থেকে আমার দৃষ্টি স'রে আসতো; তাঁকে তো এত কাছে—এত নিবীড় করে পেতাম না। তিনি দয়া করে আমার বাইরের দিকে দেখবার শক্তিটাকে অন্তর্মুখী ক'রেছেন। এ তাঁর কত বড় দয়া তা তুই বুঝতে পারলি না। আমি যাই অতসী, আমার—জয়যাত্রার পথ আর তোর চোখের জলে পিছল ক'রে তুলিস্‌নে।

[দ্রুত প্রস্থান।

অতসী। তাইতো চলে গেল? আমি যেন সঙ্গ নিয়ে ওর বোঝা বাড়াবার জন্যে পা বাড়িয়ে ব'সে আছি? দূর হোকগে। তুই সৃষ্টি খুঁজে বেড়াগে, আমি মন্দির আঁকড়ে প'ড়ে থাকবো।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

দয়ালহরির কুটীর, দয়াল আসীন।

দয়াল। এমনি হতভাগা আমি। কেন এমন অপদার্থকে গর্ভে স্থান দিয়েছিলি মা, মৃত্যু কালে তোকে কোন রকমে গঙ্গাতীরে নিয়ে যেতে পারলেম না। কাল রাত থেকে এখন পর্য্যন্ত তোর সংকারটাও ক'রে উঠতে পারলেম না—এ ক্ষোভ কি আমার ম'লেও যাবে?

(পঞ্চানন, পরেশ ও হারুর প্রবেশ)

পঞ্চা। তোমার আর ঘোড়ারডিম ভাবনা নেই দয়ালহরিদা। শেখরদা এবার মাথা দিয়েছে। এবার তুমি ঘোড়ারডিম দাঁড়িয়ে দেখ—ব্যস্।

পরেশ। দয়ালদা বুদ্ধি ক'রে যদি একবার আমাদের খবর দিতে—

দয়াল। ঘরের ভেতর মরতে নেই, তাই তোমাদের বৌদিতে আর আমাতে কোন রকমে বাইরে বার ক'রেছি।

হারু। কেন তুমি আমাদের আগে থাকতে খবর দাওনি! তুমি কি আমাদের পর ভাব দয়ালদা? আর পর ভাবলেও তো আমাদের একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল। ছিঃ—ছিঃ মড়া বাসি হ'লো—

পরেশ। সময় থাকতে খবর পেলে, আমরাই তো কাঁধে ক'রে নিয়ে বুড়িকে ড্যাং ড্যাং করতে করতে গঙ্গাযাত্রা করাতেম।

দয়াল। গঙ্গাতীরে নিয়ে যাবার জন্যে পাড়া পড়সীর দোরে কি কম মাথা খুঁড়েছি, এই দেখ।

নেপাল। ইস্ তাইতো, তোমার কপালময় কালসিটে পড়ে রয়েছে। এতেও কি তাদের দয়া হয়নি? তারা কি পাষাণ?

পঞ্চা। তারা পাষাণের ঘোড়ারডিম হয়ে—একেবারে চৌদ্দ পুরুষ তারা, এক এক ব্যাটার ঘাড় ধরে ছুঁড়ে ঘোড়ার-ডিম গঙ্গা পার করে অ-গঙ্গার দেশে পাঠিয়ে দিতে হয়।

দয়াল। শেখর কতক্ষণ বাদে আসবে?

হারু। হেরম্ব ঠাকুরকে আনতে যা দেরী। শেখরদা এলেই আমরা রওনা হব। আমরা শেখরদাকে নিয়ে চার-জনই আছি—দয়ালদাকে আর কাঁধ না দিলেও চলবে।

পঞ্চা। কাজটা ঘোড়ারডিম একটু এগিয়ে রাখা যাক। আমরা ভেতরে গিয়ে বেঁধে ছেঁদে একেবারে ঠিক করে ফেলি, শেখরদা এলেই যাতে আর ঘোড়ারডিম দেরী না করতে হয়। দয়ালদা এস। এঃ তুমি যে ঘোড়ারডিম ভারি বিপদ্ করে তুললে। এ সময় আবার ঘোড়ারডিম কাঁদতে বসলে—?

দয়াল। আমার কাল কেন এ বুদ্ধি হয়নি—কাল তোমাদের খবর দিলে কি আর মড়া বাসি হয়?

পঞ্চা। নিশ্চয়ই নয়। বুড়ী ফি বছর পিঠে সংক্রান্তির দিনে আমাদের ঘোড়ারডিম বাড়ী থেকে ডেকে এনে কত

আদর করে পিঠে খাওয়াত। আমরা কি তেমন ঘোড়ারডিম নেমকহারাম যে বুড়ীকে নিয়ে গিয়ে অন্তর্জ্জলীটা না করিয়ে আর ছাড়তুম। চল, চল তোমায় আর কাঁদতে হবে না—কাজ শেষ করে ঘোড়ারডিম কাঁদতে ব'সো, আমি বারণ করবো না। চল চল, শিগ্‌গীর চল, সব ঠিক ক'রে রাখিগে। শেখরদা আসা, ঘোড়ারডিম চালি কাঁধে করে গঙ্গাতীরে রওনা হওয়া—চল, চল ঘোড়ারডিম।

[দয়ালকে লইয়া প্রস্থান।

নেপাল। ওরে একটা কিছু গুরুতর না ঘটে আর আজ যাচ্ছে না—ঐ দেখ স্মৃতিতর্পণ আর ক্যাবলা বেটা মাথা নাড়তে নাড়তে আসছে। ভঙ্গিমে দেখে মনে হয়, খুব আস্ফালন সুরু করেছে।

পরেশ। শেখরদা এসে পড়লে হয়।

(স্মৃতিভুষণ ও কেবলরামের প্রবেশ)

কেবল। স্বচক্ষে দেখুন ছোড়াদের বুকের পাটা কতদুর বেড়ে গেছে, আমাদের জিজ্ঞাসা বাদ না ক'রেই—হায়রে সেকাল, আমরা রয়েছি জল্‌জ্যান্ত, আর ডিঙিয়ে এলেন হবুচন্দ্র! এই সব দেখে শুনেই ত্রিবেণী ছেড়ে পালাতে ইচ্ছে হয়।

স্মৃতি। বলি ছোকরার দল, তোমরা মনে ভেবেছ কি? এই যে পতিত শব তোমরা বহন ও দাহন করতে যাচ্ছ? এর পরিণাম কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ভেবে দেখেছ কি?

হারু। কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে স্মৃতিভূষণ মশাই?

কেবল। একবার আস্পর্দ্ধাটা দেখুন, কেমন কথার জবাবের ছিরি, আর তার ভঙ্গিমেটাই বা কি?

হারু। আপনাকে তো কিছু বলা হচ্ছে না—

কেবল। শুনুন, শুনুন বাক্যি গুলো একবার! আপনাকে কি আর সাধ করে সঙ্গে এনেছি। তোমরা এ মড়া নিয়ে যেতে পারবে না—

নেপাল। খুব পারবো—বিলক্ষণ পারবো।

কেবল। ফাজিল ছোকরা বলে কি?

নেপাল। বলে বেশ—

কেবল। বাপুহে—

নেপাল। রেখে দাও তোমার "বাপুহে"! তুমি যখন আমাদের এ কাজে সাহায্য করতে পারবে না, তখন তোমার এখানে না আসাই উচিত ছিল।

কেবল। দেখুন আমি ক্রমশঃই বেসামাল হ'য়ে পড়ছি—তুই তোকারী করতে সুরু করেছে।

হারু। আসুন, আমাদের সাহায্য করুন।

কেবল। হাঁ আমার ভারি দায় কেঁদেছে।

পরেশ। তবে এলেন কেন?

কেবল। এই সব অন্যায় কাজগুলো হতে দেব না বলে।

হারু। "করুণার অবতার" তাই এসেছেন।

স্মৃতি। তোমাদের এখুনি এখান থেকে চলে যেতে হবে

এ অশাস্ত্রীয় ব্যাপার আজ আমার সামনে দাঁড়িয়ে ক'রে যাবে তা কিছুতেই হবে না—

নেপাল। বুঝলাম সব, কিন্তু যে আমাদের এখানে পাঠিয়েছে তার হুকুম না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা তো এখান থেকে সরতে পারবো না—

স্মৃতি। কে সে?

হারু। শেখরদা।

কেবল। শেখরের হুকুম দুদিন বাদে দেখছি আমাদেরও মানতে হবে—

হারু। তুমি না মান নাই মানলে, আমরা মেনেছি এত কাল, মানছি, আর ভবিষ্যতেও মানবো—

কেবল। মান' বেশ করে মান' কিন্তু এখন বাছাধনেরা তোমাদের এখান থেকে যেতে হচ্ছে—স্মৃতিভূষণ মশায়ের হুকুম।

পরেশ। সঙ্গে সঙ্গে আপনার নামটাও করে ফেলুন— ঐটাই বা আর বাকী থাকে কেন?

কেবল। দেখছেন তো?

হারু। কি আবার দেখবেন? শেখরদা না আসা পর্য্যন্ত আমরা একদম কিছুতেই ওসব শুনতে পারছি না—

স্মৃতি। কি শেখর শেখর করছো—তাকে কি আমি গ্রাহ্য করি?

নেপাল। আমরা তো করি।

কেবল। দেখছেন তো কেমন তেড়ে তেড়ে জবাব করছে, যেন তাল ঠুকছে।

স্মৃতি। এখনো বলছি যাও এখান থেকে।

হারু। আমরাও বলছি শেখরদা এলেই মড়া নিয়ে রওনা হবো।

কেবল। রওনা হওয়াচ্ছি—তোমাদের গোল্লায় পাঠাচ্ছি।

পরেশ। আমরাও পাঠাতে জানি

হারু। মুড়ুলি করতে এখানে এসেছ কেন? পচি নাপ্তিনীর বাড়ী যাও না; লজ্জাও করে না।

কেবল। কি কি বললি?

হারু। বলছি, গিয়ে পচি নাপ্তিনীর আঁচল ধরনা,? লজ্জাও করে না তোমার? তুমি। কিসের ব্রাহ্মণ—যে দলাদলি পাকাতে আস'? আগে তো আমাদের উচিত তোমায় একঘরে করা।

কেবল। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। বেটাদের মুখ জুতিয়ে ছিড়ে দিতে হয়। কালনেমীর বাচ্ছা কোথাকার।

হারু। থাম' কেবল চন্দর থাম'—

পরেশ। কই বার কর তোমার ক' জোড়া জুতো? নিয়ে এস তোমার জুতো। বড় জুতোও'লা হয়েছ? কন্যাদায়ে পড়ে দোরে দোরে ভিক্ষে করার কথা ভুলে গিয়েছ নাকি?

কেবল। দেখুন পণ্ডিত মশাই আমি আর রাগ বরদাস্ত করে উঠতে পাচ্ছি না; ক্রমশঃ বেসামাল হচ্ছি।

পরেশ। (বিদ্রূপস্বরে) দয়ালদার বোঝা উচিত ছিল যে চাঁড়ালের মেয়ের সতীত্ব বলে কোন জিনিষ নেই। বাঃ বাঃ চক্কোত্তি সাবাস তুমি, আর সাবাস তোমার সনাতন হিন্দু সমাজ—।

কেবল। তোমরা যতই কোমর বেঁধে বক্তৃতা দাও না কেন, ও শব নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না।

দয়াল। পড়ে থাকবে? সৎকার হবে না?

স্মৃতি। তাইতো দেখছি—

(দয়াল ছুটিয়া গিয়া স্মৃতিভুষণের পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল)।

স্মৃতি। দেখলে, হতভাগাটার—গর্ভস্রাবটার আক্কেল দেখলে? ঐ পতিত শবটা স্পর্শ ক'রে আমায় ছুঁয়ে দিলে আজ তোকে খুনই করবো—

(স্মৃতিভুষণ উত্তেজিত হইয়া হস্তস্থিত লাঠি দ্বারা দয়ালকে খুব মারিতে লাগিল—দয়াল যাতনায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল)

দয়াল। হাঁ মার, আমায় একেবারে মেরে ফেল—যে নরাধম গর্ভধারিণীর সৎকার করতে পারে না, তার মরণই মঙ্গল।

(স্মৃতিভূষণ পুনরায় মারিতে লাঠি তুলিল)

পঞ্চা। ঘোড়ারডিম বেচারীকে খুন করলে যে—

(পঞ্চানন ছুটিয়া গিয়া দয়ালহরিকে আড়াল করিয়া

দাঁড়াইতেই উদ্যত লাঠি তাহার মস্তকে পতিত হইয়া, মস্তক হইতে রক্তস্রাব হইতে লাগিল)

স্মৃতি। পেঁচো—

পঞ্চা। কি ?

স্মৃতি। এখনো এখান থেকে চলে যা—

পঞ্চা। আর ঘোড়ারডিম কথার দরকার নেই (মূর্চ্ছা)

নেপাল। (কেবলকে আক্রমণ করিয়া) তুমি চক্কোত্তি যত নষ্টের গোড়া। আজ তোমাকে ঐ সঙ্গে পুড়িয়ে আসবো।

কেবল। স্মৃতিভূষণ মশাই, আক্কেলটা একবার দেখুন।

(শেখর ও হেরম্বনাথের প্রবেশ)

শেখর। নেপাল, ও কি করছো—

নেপাল। ঐ দেখ পাঁচুর অবস্থা, ঐ দয়ালদাকে দেখ, হুকুম দাও শেখরদা, দুটোকে—শুধু হুকুম দাও ভাই—

শেখর। শক্তি থাকলেই কি সব সময়ে তা প্রয়োগ করতে হবে নেপাল ? আজ আমরা কিসের জন্য এসেছি ? শুধু বিপন্নকে সাহায্য করতে নয়।

পরেশ। তবে ?

শেখর। আমরা এসেছি, এক মহাব্রতের উদ্‌যাপন করতে—শক্তি সংগ্রহ করতে। বাধা আসুক, বিপদ আসুক, সেই বাধা, বিপদ, অশান্তির বুকের উপর দিয়ে, তোমাদের

সমাজের বিরুদ্ধে অভিযানের জয়যাত্রার পথ রচিত হবে। সেই বাধা বিপত্তিতেই তরুণের গৌরব অভিষেক হবে।

স্মৃতি। জান শেখর তোমাদের এই কার্য্যের জন্য জবাব-দিহি করতে হবে।

শেখর। কার কাছে?

কেবল। আমাদের কাছে?

শেখর। তোমাদের কাছে।

কেবল। এই ঠিক আমার কাছে নয়—মানে—সমাজের কাছে, সমাজপতিদের কাছে।

স্মৃতি। দয়ালহরিকে একঘরে করা হ'য়েছে তা বোধ হয় তোমাদের অবিদিত নয়?

শেখর। নিশ্চয়ই নয়।

স্মৃতি। তবে?

শেখর। কি উত্তর চান আপনি?

স্মৃতি। এই শব নিয়ে গেলে তোমরাও একঘরে হবে।

শেখর। খুব ভাল কথা স্মৃতিভূষণ মশাই, এক ঘরেই করুন আমাদের! আপনাদের স্বেচ্ছাচার প্রণোদিত আবর্জ্জনাময় বিধানের বেড়াজালের বাইরে গিয়ে, যদি আমাদের একঘরে হয়ে থাকতে হয়, তাহলে আপনাদের বিষাক্ত নিঃশ্বাস থেকে পরিত্রাণ পেয়ে, আমরা নবজীবন লাভ করব,—পতনোন্মুখ সমাজকে নবশ্রী মণ্ডিত ক'রে তুলবো। বেশ একঘরেই করুন আমাদের।

স্মৃতি। 'শুধু তাই নয় মৃত্যুর পর তোমাদের অনন্ত নরক ভোগ ক'রতে হবে।

শেখর। বটে! তাই ধার্ম্মিক প্রবর আপনি ছুটে এসেছেন এখানে, আমাদের সেই পাপ থেকে রক্ষা করবার জন্য? তাই পুত্রের শোণিতে, ধর্ম্মের পতাকা-রঞ্জিত করে, এখনো অম্লান বদনে দাঁড়িয়ে আছেন? তবে শুমুন পণ্ডিত প্রবর! যদি আপনাদের তথাকথিত শাস্ত্রের বিধানে আমাদের নরকেই বাস করতে হয়, তাহ'লে হাসি মুখে আমরা সেই নরককে ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান বলে মেনে নেব।

হারু। শেখরদা—শেখরদা।

শেখর। কাজ কর তরুণ, তোমার কর্ম্ম—জয়শ্রী মণ্ডিত হবেই। ত্রিবেণীর সমস্ত তরুণকে ডাক—পাঁচুর মত সকলকেই নির্য্যাতন বরণ করতে হবে, তা না হলে এ ব্রত অসম্পূর্ণ—নিষ্ফল হ'য়ে যাবে। আজ এই যে রক্ত অলক্তকে রঞ্জিত পতাকা ত্রিবেণীর বুকে প্রতিষ্ঠিত হ'লো, এরই মূলে ত্রিবেণীর তরুণ, কর্ম্মমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে, সামাজিক অন্যায়ের—অহঙ্কারের ও স্বার্থপরতার বিপক্ষে অভিযান করুক। এস তরুণ এস—এই গৌরব পতাকার মূলে মাথা রেখে বলি, "কর্ম্মই হোক আমাদের জীবনের সাধনা, কর্ম্মই হোক আমাদের ধর্ম্মের কামনা—কর্ম্মই হোক আমাদের ধ্যানের ধারণা"!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

স্মৃতিভূষণের বাটী।

স্মৃতিভূষণ ও কুবলয়

স্মৃতি। শুধুই যে তুমি তা নয় শ্রেষ্ঠী পুত্র, অনেকেই দেবদাসী রজনীগন্ধাকে দেখে বিমুগ্ধ হয়। এমন ও ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে যে দেব দর্শনার্থ লোকে এসে, দেবদাসীকে দেখেই অধিকতর আনন্দিত হয়েছে। আমি তোমাদের পুরোহিত, আমার তো তোমায় সাহায্য করা সর্ব্বতোভাবেই উচিত। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না তাকে নিয়ে ক'রবে কি?

কুবলয়। কেন, বিবাহ?

স্মৃতি। মধুসূদন! বিবাহ করবে? কিন্তু ও যে তোমার স্বজাতি নয়, সেটা ভুলে গেছ? তবে যদি আশ্রিতা স্বরূপ গ্রহণ কর—অর্থাৎ এই রক্ষিতা—

কুবলয়। আপনি আমায় অত দূর নীচ মনে করবেন না। আমি তাকে বিবাহই করবো।

স্মৃতি। বিবাহ ত' করতে চাও। এতে রজনীর মত আছে?

কুবলয়। আছে, তবে তা কৌতূহল মিশ্রিত। বিষয়ের গুরুত্ব—এখনও সে বুঝতে পারেনি।

স্মৃতি। তার মতটাই সর্ব্ব প্রথম প্রয়োজন। তা যাক প্রলোভন দেখালে সে কতক্ষণ স্থির থাকতে পারবে।

কুবলয়। এ সব আপনি কি বলছেন ?

স্মৃতি। তোমার এখনও এ সব বোঝার বয়স হয়নি বাপু ; বয়স হ'লে—যাক হেরম্বনাথকে কিছু জানিয়েছ ?

কুবলয়। এখনও জানাইনি, তবে কাল প্রভাতেই তাঁকে—

স্মৃতি। আরে না না, ও সর্ব্বনাশ ক'রো না। তাকে জানালেই সব পণ্ড হ'য়ে যাবে। তিনি রজনীকে মন্দির ছেড়ে কিছুতেই যেতে দেবেন না।

কুবলয়। তবে উপায় ?

স্মৃতি। উপায় আমি ক'রে দেব' তার জন্য তুমি ভাবিত হ'য়ো না। আমার কিন্তু উপযুক্ত দক্ষিণা চাই, বুঝলে ?

কুবলয়। দক্ষিণার জন্য আটকাবে না। এত পর্য্যাপ্ত আপনি পাবেন যে জীবনে আর কখনও আপনাকে পৌরহিত্য ক'রতে হবে না—

স্মৃতি। ব্যস্, ব্যস্ তাহলেই হ'ল—তাহলেই হ'ল। কিন্তু ব্যস্ত হ'লে হবে না—তুমি এখনি গিয়ে রজনীকে বিশেষ করে বারণ কর যাতে সে কোন কথা প্রকাশ না ক'রে বসে ; কাল পাল্কী বেহারা সব ঠিক রাখতে হবে। লেঠেলও বোধ হয়

দরকার হ'তে পারে। কাল অমাবস্যা, কাল রাত্রেই তাকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

কুবলয়। তবে কি তাকে হরণ করতে হবে—

স্মৃতি। রজনীকে পেতে হ'লে তা করতে হবে বৈকি—যদি না পার, ওকে পাবার আশা জন্মের মত ত্যাগ কর।

কুবলয়। না—না তা তো আমি পারবো না! তাইতো শেষে চুরি— তাও রাধারমণের কাছ থেকে?

স্মৃতি। আরে রেখে দাও তোমার রাধারমণ। তিনি চব্বিশ ঘণ্টা মন্দিরে বসে জাবর কাটছেন কি না?

কুবলয়। তবে তাই হোক। (স্বগতঃ) আমি পরকাল পরকাল ক'রে, অন্ধকারের মুখ চেয়ে ব'সে থাকতে পারি না—চাই না। আমি চাই ইহকাল—উজ্জ্বল গরিমাময় ইহকাল, আমি চাই পরকালকে দূরে ঠেলে ফেলে দিয়ে, ইহকালকে আঁকড়ে প'ড়ে থাকতে—

[প্রস্থান।

স্মৃতি। এ পাগল বলে কি? বলে রাধারমণেব কাছ থেকে চুরি।

(কেবলরামের প্রবেশ)

কেবল। আপনি তো আমার কথা আমোলই দেন না। স্বচক্ষে দেখলেন তো, বুঝে দেখুন—ছোঁড়াদের সাধ্যি কি যে আমাদের মুখে মুখে জবাব করে? তাদের পেছন থেকে হেরম্ব বেটা গৈবী চাল লাগাচ্ছে।

স্মৃতি। কেন বলতো? আমার বিরুদ্ধাচরণ করে সে কোন সাহসে?

কেবল। বুঝলেন না? দেশ থেকে আমাদের প্রতিপত্তি নষ্ট করে জেঁকে বসবেন বলে—আমরা থাকলে তো সেটা হবে না।

স্মৃতি। ঠিক বলেছ, তাই সেদিন দয়ালহরির বাড়ীতে মুড়ুলী করতে গিয়েছিলেন। ওকে চিনতো কে? কত চেষ্টা ক'রে, পাঁচজনের হাতে পায়ে ধ'রে, আমিই তো ঐ মন্দিরের পূজারী করে দিই। এর মধ্যেই কেমন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। কিন্তু কথায় বলে, "অতি দর্পে হতালঙ্কা,"—বাছাধন সেটা ভুলে যাচ্ছেন।

কেবল। আস্পর্দ্ধাটা দেখুন একবার, সেবায়েত থেকে একেবারে ম'হান্ত মহারাজ হ'তে চান। আহাম্মুখ জানে না, যে আপনি ইচ্ছে কল্লেই ত্রিবেণীতে লঙ্কাকাণ্ড ক'রে দিতে পারেন। রাধারমণের মন্দির তো একটু-খানি জায়গা।

স্মৃতি। আমাকেও টেক্কা দেওয়া—

কেবল। অক্কা পেতে বেশী দেরী নেই। বওয়াটেগুলো আমার কাছে তো ভয়ে এগুতে পারে না—? আমাকে দেখলেই দূর থেকে "তরুণের জয়—তরুণের জয়", হাঁক মারে। ওদের ঐ "তরুণের" যে কি মানে, তা তো বুঝতে পারি না—খালি "তরুণ তরুণই" শুনি।

স্মৃতি। ঐ শেখরটা, এক এক ক'রে কেমন ছোঁড়াগুলোকে বাধ্য করে ফেলেছে, দেখেছ ?

কেবল। অবাধ্য ক'রে তুলেছে বলুন। না শুনবে গুরুজনদের কথা, না রাখে তাদের সম্মান। আমার বোধ হয় ঐ "তরুণ" কথাটা হচ্ছে একটা তুক—তা না হলে ছোঁড়ারা ঐ "তরুণ" কথাটা শুনলেই, অমন তাল ঠুক্‌তে আরম্ভ করে কেন ?

স্মৃতি। তাল ঠোকে নাকি ?

কেবল। দেখলেন না সেদিনকার কাণ্ড ? তাল ঠোকার ভঙ্গি কি ! দেখুন না, আপনার মত সদাশিব লোকও রাগ সাম্‌লে উঠতে পারলেন না।

স্মৃতি। কই আর পারলুম—

কেবল। আমি তাই ভাবি, যে দিনে দিনে হ'লো কি, আমরা তো ওরকম বয়েসে, বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির মুখের দিকে চাওয়া দূরে থাক, পায়ের ক'ড়ে আঙ্গুলের দিকে চাইতেও সাহস করতুম না।

স্মৃতি। চক্কোত্তি, "তেহি নো দিবসা গতা"—সেদিন গেছে।

কেবল। গেছে ব'লে গেছে, জন্মের মত গেছে। তা হলে আমি এখন বাড়ী যাই। মোদ্দাৎ বেটাদের কিন্তু জব্দ করতে হবে।

স্মৃতি। চক্কোত্তি, এবার আমি একটা প্রকাণ্ড খ্যাপ্‌লা

জাল ফেলেছি। যখন আমি জাল টানতে সুরু ক'রবো তখন তোমার হেরম্বনাথ টাথ কেউ বাদ যাবেন না।

[প্রস্থান।

কেবল। হে মা কালী তাই কর, হে মা কালী তাই কর। ওঃ সেদিনকার অপমান আমার মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধে আছে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাধারমণের মন্দির সম্মুখ।

(কুবলয়ের প্রবেশ)

কুবলয়। স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের নির্দ্দিষ্ট পথ ছাড়া, রজনীকে পাওয়ার কি অন্য উপায় নেই? তবে কি সত্য সত্যই আমায় চোর হ'তে হবে? রজনীতো স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে সপ্তগ্রামে যেতে প্রস্তুত। তবে—? আমি আজ যে অপরাধ ক'রতে যাচ্ছি তা ক্ষমা করো ঠাকুর—। আমি উন্মাদ হয়েছি রজনীর রূপের নেশায়—উন্মাদ হয়েছি।

(রজনীর প্রবেশ)

রজনী। এই যে কুবলয়, তুমি এখানে? আর আমি তোমায় খুঁজছি। তুমি বুঝি আমার উপর রাগ ক'রে এখানে এসে ব'সে আছ?

কুবলয়। না রজনী।

রজনী। তবে আমার সঙ্গে দেখা না করে, এখানে এসে ব'সে আছ কেন?

কুবলয়। ভাবছি।

রজনী। কি ভাবছ?

কুবলয়। অনেক—তুমি শুনে কি করবে?

রজনী। তবু...?

কুবলয়। রজনী আজ রাত্রেই আমি সপ্তগ্রামে যাত্রা করছি—তুমি যে বলেছিলে আমার সঙ্গে যাবে?

রজনী। আমি বল্লেই তুমি আমায় নিয়ে যাচ্ছ কিনা?

কুবলয়। বাঃ আমি যে সব বন্দোবস্ত ক'রেছি।

রজনী। সত্যি-সত্যি তুমি আমায় নিয়ে যাবে? বা রে বেশ্ তো।

কুবলয়। সত্য নয় তো কি মিথ্যা বলছি রজনী।

রজনী। কখন আমরা যাব?

কুবলয়। সপ্তগ্রাম থেকে মহাপায়া এসে পৌঁছুলেই যাব।

রজনী। তবে বাবাকে সব বলিগে।

কুবলয়। না—না রজনী—তাঁকে এসব কিছু ব'ল না।

রজনী। বাঃ রে আমি চলে যাব, আর তাঁকে কিছু বলব না?

কুবলয়। রজনী—আমি অনুরোধ করছি—তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি। তাঁকে তুমি এসব বলতে পাবে না।

রজনী। আমায় দেখতে না পেয়ে, তিনি যে ভাববেন?

কুবলয়। আমি ব্যবস্থা করব। আমরা চলে যাওয়ার পরেই তিনি সংবাদ পাবেন। এখন তুমি কিছুতেই এসব কথা তাঁকে বলতে পাবে না। তিনি হয়তো—রজনী আমার অনুরোধ রাখ, কাতর অনুরোধ।

রজনী। আমি বাবাকে সব বলবো শুনে তোমার চোখ দুটী যে জলে ভ'রে গেল কুবলয়।

কুবলয়। তিনি জানতে পারলে, কিছুতেই তোমায় যেতে দেবেন না। আমার এত বুকভরা আশা, তুমি তাঁকে বলার সঙ্গে সঙ্গেই নৈরাশ্যে পরিণত হবে।

রজনী। ছিঃ কুবলয় চোখ মোছ'। ভয় নেই আমি বাবাকে কিছুই বলব না। আমি আবার ফিরে আসবো তো তা হলেই হ'ল। যাও তুমি বন্দোবস্ত করো—আমি কাহাকে বলবো না।

কুবলয়। তা হলে আমি আসি?

রজনী। এস।

(কুবলয় কিছুদূর অগ্রসর হইলে রজনী ডাকিল)।

কুবলয়। কি রজনী?

রজনী। বাবাকে না হয় নাই-ই বল্লাম, কিন্তু আর এক-

জনকে যে বলতেই হবে—তাকে না বললে কিছুতেই চলবে না, তাকে বলতে হবে।

কুবলয়। (ব্যগ্রভাবে) কাকে—কাকে? কাকে বলবে রজনী?

রজনী। কেন আমার রাধারমণকে! চুপি চুপি বলবো. কেমন?

কুবলয়। ওঃ—আচ্ছা তা ব'লো—

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

(দেবদাসীগণের প্রবেশ)

গীত।

সাঁঝ' আঁধারে, ভরা বাদরে,
ঝরে বারিধারা অঝর' ঝোরে।
চলিল একা, অভিসারিকা,
পরাণ বঁধুয়া মিলন তরে॥
বনের মাঝে, নামিল আঁধা,
দুরু দুরু দুরু কাঁপিছে হিয়া,
থমকি থামে, পথ চলিতে,
কই কই কই কইগো পিয়া;
থমকি থেমোনা ধনী,
থমকি থেমোনা গো,
অবহি মিলবহুঁ তারে—
ব'নের শেষে, অনিমিখে চাহি সে,
বাওয়ত বংশী তুয়াতরে॥

তৃতীয় দৃশ্য।

ত্রিবেণীর পথ।

(স্মৃতিভুষণ ও কেবলরামের প্রবেশ)

কেবল। মৎলব যা ঠাউরেছেন একেবারে চমৎকার। এক ঢিলে ছু' ছুটো পাখী খতম্। হেরম্বনাথের থোঁতা মুখ ভোঁতা আর কুবলয়ের কাছ থেকে একটা মোটা রকমের দাঁও!

স্মৃতি। দেখো—এক কাজ ক'রো। কাল সকালেই আরও জন কয়েককে জুটায়ে নিয়ে মন্দিরে গিয়ে হাজির হ'য়ো। রজনীর এই চলে যাওয়ার ছুতো নিয়েই আমাদের ঘোঁট পাকাতে হবে। এইটেই হবে আমাদের ব্রহ্মবান্। তারপর ঐ দাম্ভিক হেরম্বটাকে মন্দির থেকে বিদেয় ক'রে দিয়ে তোমাকেই আমি—চুপ কর অতসী আস্ছে।

(গান গাহিতে গাহিতে অতসীর প্রবেশ)

গীত।

'অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল মাণিক সখি, কো হরি নিল॥
গোকুলে উছলল, করুনাক রোল,
নয়নের জলে দেখ, বহয়ে হিল্লোল,
শূন ভৈল মন্দির, শূনভৈল নগরী,
শূন ভৈল দশদিহ, শূনভৈল সগরা,
কৈছনে য'ওয়ব, যমুনাকো তীর—
কৈছনে নেহারব' কুঞ্জকুটীর॥

(অতসী স্মৃতিভূষণ মহাশয়কে দেখিয়া কহিল)

অতসী। প্রণাম। প্রণাম!

স্মৃতি। জয়োঽস্তু—

অতসী। যতই বলুন আপনারা জয়োঽস্তু—জয়োঽস্তু—এ বলায় তো কোন ফল হবে না—মিছে বলা।

কেবল। কেন অতসী?

অতসী। ও মুখেই "জয়োঽস্তু জয়োঽস্তু" করছেন, কিন্তু মনে মনে বলছেন "নিপাত যাও—নিপাত যাও"। ও দুটোই খণ্ডে যাচ্ছে। জয়ও হচ্ছে না, আর নিপাতও যাচ্ছি না।

কেবল। তুমি চটছো কেন অতসী?

অতসী। আমি চটবো আপনাদের ওপর? আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? আমাকে উৎখাত করবার জন্য শেখরকে শাসাচ্ছেন কেন? পোড়া ত্রিবেণীতে কি ভিখিরীর মাথা গুঁজে পড়ে থাকবার জায়গা নেই? অমন আনন্দময় রাধারমণের রাজ্যে এ সব এলো কোথা থেকে?

স্মৃতি। শেখরকে আবার কে শাসালে?

অতসী। কেন আপনি। শেখর যে আমায় সব বলেছে।

স্মৃতি। রামচন্দ্র—রামচন্দ্র! মহাভারত—আমি? এঁ্যা আরে শেখরটা কি মিথ্যেবাদী! নরকেও যে তার স্থান হবে না। বলে কি চক্রবর্ত্তী? এঁ্যা। আমি অতসীকে কত প্রীতির চক্ষে দেখে থাকি আর আমি কিনা—

অতসী।' তাতে কি হ'য়েছে বেশ ক'রেছেন।

স্মৃতি। দেখ অতসী—; (কেবলের প্রতি) এ বিশ্বাসই ক'রে না?

কেবল। না অতসীর মোটেই বুদ্ধি নেই। আর তাও বলি, বয়সই বা কি! যে বুদ্ধি পাকবে? শেখর নিজের মনের কথাটাই একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তোমায় বলেছে, বুঝেছ অতসী।

স্মৃতি। তুমি থাম কেবলরাম, আমাকে বলতে দাও। দেখ অতসী তুমিও শেখরকে ব'লো, যে তার জমিতে সে যদি তোমায় থাকতে দিতে না চায়, সে স্পষ্ট বলুক। আমি আমার বাড়ীর পাশেই তোমায় জমি ছেড়ে দিচ্ছি, তুমি সেই খানেই বসবাস ক'রো।

অতসী। না তাতে আমার আপত্তি নেই।...কিন্তু—

স্মৃতি। কিন্তু আবার কি?

অতসী। বাউলের পাগলামী জানেন তো? বেশ আছে, খাচ্ছে দাচ্ছে, হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই, একদিন কোথায় যে বেরিয়ে পড়লো—একেবারে কিছু দিনের মত। একলাটী ঘরে আমায় থাকতে হয়। যদি এ অবস্থায় আপনার বাড়ী গিয়ে থাকি। নানান লোকে নানান কথা বলবে।

স্মৃতি। কে বলবে? কার ঘাড়ে দশটা মাথা আছে? হাঁ দেখো অতসী, তুমি একবার বৈকালে আমার সঙ্গে দেখা

ক'রো। তোমার কোন ভাবনা নেই, আমি সব বন্দোবস্ত করে দেব। আর কেবলরাম তুমি, বুঝলে—কাল প্রাতেই আমার বাড়ী যেও—বিশেষ আবশ্যক আছে—বুঝলে?

[স্মৃতিভূষণের প্রস্থান।

কেবল। কি ব্যাপার কি? হ'য়েছিল কি?

অতসী। হবে আবার কি? উনি শেখরকে একঘরে করবার ভয় দেখিয়েছেন, আবার কি? সে বড় ভয় করে কিনা? আপনারা যে রকম লোককে একঘরে করতে সুরু করেছেন, তাতে লোক ক্রমাগতই একঘরে হ'তে হ'তে—এমন একদিন আসবে, যে দিন ত্রিবেণীতে প'নের আনা তিন পাই লোক হ'য়ে যাবে একদিকে, আর আপনারা এক পাই একঘরে হ'য়ে প'ড়ে থাকবেন আর এক দিকে।

কেবল। তাইতো দেখছি অতসী—তাইতো দেখছি। হাঁ তা বাউল কেমন আছে?

অতসী। ভালই। সে তো মাধুকরী করতে চ'লে গেছে। তাকে নিয়ে আমার এক বিপদ হয়েছে!

কেবল। তোমার অদৃষ্ট, অমন রূপ তোমার—এমন সুকণ্ঠ—রাজরাণী না হ'য়ে, পড়লে কি না একটা ভবঘুরে জন্মান্ধের হাতে—

অতসী। তা রাজরাণীর চেয়ে কিসে কম? বাউলের ভালবাসা আমি যেটুকু পেয়েছি, সেই যথেষ্ট। এর চেয়ে বেশী হলে, আমার বরাতে তা সৈবে না। স্বামীর ভালবাসা

না পেলে' রাজরাণী কি বলছেন? ইন্দ্রের ইন্দ্রাণীতেও যে সুখ নেই। যাক, এখানে দাঁড়িয়ে বেশী কথা বলা ঠিক নয়। যা দিন কাল প'ড়েছে বদনাম রটতে বেশীক্ষণ যাবে না। চল্লুম।

কেবল। জয়োঽস্তু—

অতসী। আবার জয়োঽস্তু? জয়োঽস্তু আর বলবেন না ওটার ওপর আমার ঘেন্না ধ'রে গেছে।

[প্রস্থান।

কেবল। উঁহু এ মাগীর মতলব বোঝা দায়, স্মৃতিভূষণ ম'শায়ের যেন একটু কেমন কেমন ভাব। একটু নজরে রাখতে হবে। প্রসাদটা আসটা জুটতেও পারেতো এত দিন চেলাগিরি করছি…ওরে বাবা—ঐ যে সেই ছোঁড়ার দল। আমায় দেখলেই "তরুণের জয়—তরুণের জয়" করবে। যাই আস্তে আস্তে পাশ কাটাই বাবা! সামনা সামনি প'ড়লেই তো গেছি—

[প্রস্থান।

(গ্রামবাসিনীগণের প্রবেশ)

গীত।

(তোমার) জল্‌কে চলার পথে।
উছলে পড়ে বারি,
ওলো ও নাগরী—
ঐ গাগরী হ'তে॥

সাঁঝের আঁধার নিবীড় ক'রে,
নামছে ধরার বুকের পরে,
সখী ঘোমটা খোলনা—
তোমার বুকের লজ্জাকে আর
ঘনিয়ে তুলোনা ;
তোমার সোহাগ বারি
চলকে পড়ুক,
ঐ গাগরীর সাথে—
(ওগো) জলকে যাবার পথে ॥

চতুর্থ দৃশ্য।

রাধারমণের মন্দির।

(হেরম্বনাথ, স্মৃতিভুষণ, দয়াল, কেবলরাম, শেখর ও গ্রামবাসিগণ)

হেরম্ব। দয়াল, দয়াল আমি যে কিছুতেই বিশ্বাস ক'রতে পারছি না, যে রজনী—আমার সেই রজনীগন্ধা, যাকে আমি বারো বছর—এই দীর্ঘ বারটা বছর ধ'রে এত বড়টী ক'রে তুল্‌লেম, সে যে শেষে এমন জঘন্য বৃত্তি নিয়ে মন্দির ত্যাগ ক'রে যাবে? স্মৃতিভূষণ মশাই যাই বলুন না কেন,—আমার বিশ্বাস কুবলয়ের এতে যোগাযোগ আছে।

স্মৃতি। তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত হ'য়েছে হেরম্বনাথ। কুবলয় কাল প্রাতে ত্রিবেণী ত্যাগ করেছে। তুমি নিজেই বলছ প্রহরাধিক রাত পর্য্যন্ত রজনী কাল মন্দিরে উপস্থিত ছিল। আমার যজমানের নামে এরূপ ঘৃণিত অভিযোগ এনো না হেরম্বনাথ। গোপনে এ সব কুকার্য্য অধিকদিন চলে না বলেই তো রজনী নিরুপায় হয়ে কুলত্যাগ ক'রতে বাধ্য হ'ল? আমি হেরম্বনাথকে বরাবর অনুরোধ ক'রে আসছি, যে রজনীর একটা ব্যবস্থা কর। উনি তো আমার কথাটা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই মনে করেননি। এখন বেশ বুঝতে পারছেন। রজনীর হাব, ভাব, চাল চলন, দেখেই না আমি ওঁর—উপকারার্থে উপযাচক হয়ে—পাঁচুর সঙ্গে রজনীর বিবাহের প্রস্তাব ক'রেছিলাম—।

কেবল। তা হ'লে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, রজনীর এই সব ক্রিয়া কলাপ দেখেও হেরম্বনাথ কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা করেননি। বরং প্রকারান্তরে তাকে উৎসাহিত করেছেন। কারণ এরূপ জটীল বিষয়ে হাত গুটিয়ে ব'সে থাকাটাই হচ্ছে, উৎসাহ দেওয়ার নামান্তর মাত্র।

হেরম্ব। ওঃ ঠাকুর! ঠাকুর!! রাধারমণ!!!

স্মৃতি। তার উপর এতে যে শুধু আমাদের ত্রিবেণীর কলঙ্ক তা নয়। দুষ্টলোকে এইসব দেখে শুনে উৎসাহ পাবে, সমাজে ব্যাভিচারের স্রোত বাড়বে। রাধারমণ বিগ্রহ সাধারণের, আমরা সকলে মিলে হেরম্বনাথকে সেবাইত

নিযুক্ত করেছি। এটা তো কারও পৈত্রিক সম্পত্তি নয় যে—

শেখর। পণ্ডিত-মশাই। আপনি যে কথার জাল বুনতে বুনতে ক্রমে বেড়েই চলেছেন। কোথায় ব্রাহ্মণকে সাহায্য—

স্মৃতি। শেখর, তোমার বাপ মা কি তোমায় এ সামান্য শিক্ষাটাও দেননি? এখানে ত্রিবেণীর সনাতন হিন্দু সমাজের যারা শীর্ষ স্থানীয়, তাঁরা সকলে উপস্থিত, আর তুমি কিনা তাঁদের মুখে মুখে জবাব ক'রছ?

শেখর। ফেনানো কথার তলে তলে গলায় বসাবার জন্য ছোরা শানানোর চেয়ে-মুখের ওপর তর্ক করা ঢের ভালো।

কেবল। আহা হা—তুমি আমাদের এ বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত করতে দাও শেখর। গায়ে শক্তি আছে বলে ষণ্ডামী ক'রো না।

শেখর। কিসের সিদ্ধান্ত ক'রবেন আপনারা? আগে প্রমাণ করুণ, যে রজনী বলপূর্ব্বক অপহৃতা নয়—সে অসৎ-অভিপ্রায় নিয়ে গৃহত্যাগ ক'রেছে। তারপর যে সিদ্ধান্তই করুন না কেন, আমরা মাথা পেতে নেব। জটলাই তো ক'রছেন এখানে বসে, আর কিছু ক'রছেন না, করবেনও না।

স্মৃতি। তুমি যে বৃষভের মত চিৎকার ক'রে গগন বিদীর্ণ ক'রছ। বাপু, তুমিই বা এযাবৎ কি করেছ?

শেখর। কি যে ক'রেছি, অল্পক্ষণের মধ্যেই তা জানতে পারবেন। ওই যে আমার দল বল সব আসছে।

স্মৃতি। (স্বগতঃ) না পণ্ড ক'রলে দেখছি—সব কটাই জুটেছে যে—

(পঞ্চানন, পরেশ, হারু ইত্যাদির প্রবেশ)

পরেশ। সংবাদ পাওয়া গেল। কাল রাত্রে একখানা পাল্কী, সপ্তগ্রামের দিকে গেছে। পাল্কী আগা-গোড়া ঢাকা ছিল। আমাদের মেধো বারুই তখন তার দাওয়ায় ব'সে তামাক খাচ্ছিল, সে দেখে খবরদারি করে, কিন্তু পাল্কীর সঙ্গের লোক গুলো কোন উত্তর দেয় নি। জন কয়েক জোয়ান লেঠেলও সঙ্গে ছিল দেখে, সে আর বাড়াবাড়ি করেনি।

শেখর। পরেশ তোমরা পেছু নিয়ে গেলে তো পারতে।

(শেখর একজনকে গোপনে কি উপদেশ দিল, সে চলিয়া গেল)

স্মৃতি। আরে—সে পতিতার অনুসরণ ক'রে আর কি হবে। তার চেয়ে আমাদের বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের মূল্য, হিন্দু সমাজের কাছে ঢের বেশী।

শেখর। তা হলে তো দেখছি, আপনাদের সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম করতে এখন কিছুক্ষণ আমাকে জেঁকে বসতে হলো—। তা তাই হোক তাতে ক্ষতি হবে না। ওরে তোরা সব বোস।

(সকলে বসিল)

স্মৃতি। সমাজপতিরা ক'রবেন সিদ্ধান্ত—সে সিদ্ধান্তের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক কি ?

শেখর। আজ্ঞে না, কিছু না। কেবল আপনাদের কাছ থেকে সময় থাকতে—থাকতে এই সব জটীল চালগুলো শিখে নেওয়া—আর কি ! আমরাই তো হচ্ছি আপনাদের শূন্য আসনের অবিসম্বাদী অধিকারী—সে কথা আপনাদের ভুললে চলবে কেন ?

স্মৃতি। বোস'—বাবা বোস'। দেখ কেবলরাম, শেখরের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না। হবেই না বা কেন ? আমার নামেই নাম, মেধা শক্তি সম্পন্ন যে হতেই হবে। বেশ বাবা, সময় থাকতে সব দেখে শুনে বুঝে নাও। আমরা আর ক'দিন—যাবার সময় তো হয়েই এলো—(স্বগতঃ) গুয়োটার সঙ্গে পেরে ওঠাই দায়, আবার না সেদিনকার মত হয়।

কেবল। তা'তো বটেই—ওরাই তো হ'লো সমাজের মেরুদণ্ড !

শেখর। হাঁ তাও বটে, বিশেষতঃ আপনারা যখন রয়েছেন মেরুদণ্ডেরও উপরে মাথা হয়ে। মেরুদণ্ডই মাথাকে সোজা করে রাখে। যাক্ আমায় নিয়ে আপনাদের মূল্যবান্ সময় নষ্ট ক'রবেন না। আপনারা সিদ্ধান্ত ক'রে ফেলুন।

স্মৃতি। ব্যাপারটা হচ্ছে যে—রাধারমণের সেবার ভার,

সমাজের মঙ্গলার্থে হেরম্বনাথের উপর থেকে সরিয়ে নেওয়া উচিত। এটা তো হ'ল একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ! কেমন?

হেরম্ব। বেশ! আপনারা যদি বিনা প্রমাণে দোষী সাব্যস্থ ক'রে আমায় শাস্তি দিতে চান, আমি মাথা পেতে তা গ্রহণ করছি। মন্দির সংলগ্ন ঐ কুঁড়েটীতে অবশিষ্ট জীবন কাটিয়ে দেব।

স্মৃতি। বুঝেছ হেরম্বনাথ! আমরা যে এই সব কঠোর উপায় অবলম্বন করছি, এ শুধু আমাদের সনাতন হিন্দু সমাজের হিতার্থে—তোমার প্রতি বিদ্বেষ বশে নয়।

হেরম্ব। আমি আপনাদের অমতে কোন কাজই ক'রতে চাই না।

স্মৃতি। বেশ কথা। তাহ'লে এখন তোমার কাছ থেকে হিসাব বুঝে নিয়ে, তোমায় খালাস দিতে চাই।

হেরম্ব। স্বচ্ছন্দে! আমার খাতা পত্র আমি এখুনি এনে দিচ্ছি।

স্মৃতি। দেখ কেবলরাম, সেবাইতের গুরু-দায়িত্ব ভার আপাততঃ আমিই গ্রহণ করছি। হেরম্বনাথ তুমি আজ সূর্য্যাস্তের মধ্যেই মন্দির ত্যাগ ক'রে চলে যেও—তুমি ত্রিবেণীতে থাকলে আবার কিছু নূতন গোলযোগের সূত্রপাত হ'তে পারে।

হেরম্ব। এ কি বলছেন! আমার রাধারমণকে না দেখলে যে আমি প্রাণে বাঁচবো না। ঠাকুরের শ্রীমন্দির যদি

আমার স্পর্শে কলুষিত হয়—আপনারা বলেন—তা'হলে দূরে ঐ কুঁড়েটাতে প'ড়ে থাকবো—ভিক্ষা ক'রে ক্ষুদ কুঁড়ো যা পাব, তাই দেবতার প্রসাদ মনে ক'রে গ্রহণ করব। আপনার পায়ে ধ'রে ভিক্ষা চাইছি পণ্ডিত মশাই !

স্মৃতি। এ সমাজের অনুশাসন। একে মানতেই হবে। এর মধ্যে তোমার সেই "অনন্ত নির্ভরতার" স্থান নেই। শুধু তাই নয়, এ গ্রামেও তোমার প্রবেশ করা উচিত নয় ! তোমার নিঃশ্বাসেও—

হেরম্ব। ঠাকুর—ঠাকুর কই, কই তুমি রাধারমণ ! তোমায় যে আর দেখতে পাচ্ছি না ঠাকুর—একি ! সব আলো যে নিভে···

(মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল)

শেখর। এইবার কিন্তু আমি একটা কথা বলতে চাই !

স্মৃতি। বল, শেখর কি বলতে চাও বল ? (স্বগতঃ) আবার বুঝি সেদিনকার মত গোল পাকায়—যত আপদ !

শেখর। আপনার এ সিদ্ধান্ত আমরা মেনে নিতে পারব না। এ যে আপনারা একের দোষে আর একজনকে শাস্তি দিতে চান—আমরা এর বিরুদ্ধাচরণ করব।

কেবল। শেখর তুমি যে ক্রমে বাড়াবাড়ী ক'রে তুলছ দেখছি। কি বিরুদ্ধাচরণ তুমি করবে ? আমাদের মাথাটা কেটে নেবে নাকি ?

শেখর। মাথা কেটে না নিলেও—মাথাটার রূপান্তর

করতে কিছু মাত্র ইতস্ততঃ করব না। শোন হেরম্ব-ঠাকুর, তুমি যেমন আছ ঠিক তেমনি থাকবে। অন্ততঃ যত দিন না ওঁরা প্রমাণ করতে পারেন যে রজনী স্বেচ্ছায় কুলত্যাগ করেছে, ততদিন তো নিশ্চয়ই। তার পরেও একটা পাকা মীমাংসা কর্ত্তে হবে যে রজনীর দোষে তোমায় উৎপীড়িত করা যায় কোন বিধানে। ওদিকে স্মৃতিভূষণ মশাই গ্রন্থকীট হ'য়ে নজীর খুঁজতে থাকুন। আর আমাদের দল, তোমার স্বত্ব রক্ষা করুক তাদের শক্তির জোরে।

স্মৃতি। সব পণ্ড করতে বসেছে, কতকগুলো মায়ে খেদান বাপে তাড়ান ছোঁড়ায় মিলে। দেখ শেখর, বার বার তোমার এই বেয়াদপি বরদাস্ত করা যায় না।

শেখর। "মায়ে খেদান বাপে তাড়ান"? স্মৃতিতর্পণ তুমি জানবে কি? বাড়ী যাও—বাড়ী গিয়ে ইতিবৃত্তের পাতার পর পাতা উল্টে দেখগে, আজ পর্য্যন্ত দেশের জন্য, দশের জন্য, যা কিছু ত্যাগ, যা কিছু সংস্কার সবই ক'রেছে তোমার এই "মায়ে খেদান বাপে তাড়ান" ছেলের দল—শ্রীরামচন্দ্র থেকে আরম্ভ ক'রে—বিজয় সিংহের লঙ্কা জয় পর্য্যন্ত। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে দেখ', সেখানেও দেখতে পাবে যত অসমসাহসিক, যত কষ্ট সাধ্য কাজ তারাও একে একে এসে বরমাল্য পরিয়ে দেবে—এই তরুণ—এই খেয়ালী—এই একনিষ্ঠ সাধক—এই তোমার "মায়ে খেদান

বাপে তাড়ান ছেলেদের”ই গলায়। তোমার মত গর্দ্দভদের নয়।

স্মৃতি। গর্দ্দভ!—শেখর সাবধান হ’য়ে কথা কও।

শেখর। সেই গর্দ্দভ—যে সারাজীবন বুদ্ধির বোঝা ব’য়েই সারা হয়।

কেবল। শেখর—বেরোও, বেরোও তোমরা এখান থেকে।

শেখর। ওরে আমার লাঠিটা দেতো একবার। জান কেবলরাম তোমাদের শাস্ত্রেই আছে যে বীরভোগ্যা বসুন্ধরা!

কেবল। ইস্ বীর—বীর (তোৎলাইতে লাগিল)

পঞ্চা। শেখরদা, তোমার ঘোড়ারডিমের একটু পায়ের ধুলো দাও। এবার কথা কও পণ্ডিত বাবা। তোমার ঐ ঘোড়ারডিম স্মৃতিশাস্ত্রের বচন গুলো আওড়াতে সুরু কর। শেখরদা যে ঘোড়ারডিমের গোড়ায় কোপ্ মেরে দিয়েছে। কোথায় আমি ঘোড়ারডিম বিয়ে ক’রে সুখী হব। একদিন হেরম্ব-ঠাকুরকে ঘোড়ারডিম সব খুলেও বলেছিলাম। ঘোড়ার-ডিমের শুভ কর্ম্মটাও এতদিনে নিষ্পন্ন হ’য়ে যেত। তা আমার ঐ পণ্ডিত বাবা, এমন রাঘব-বোয়ালের মত হাঁ করলেন যে—

শেখর। তোর যত আবোল তাবোল কথা, না আছে তার মাথা, না আছে তার মুণ্ডু।

পঞ্চা। আমি সবে মাত্র ঘোড়ারডিমের কান টানতে সুরু করেছি, আর তুমি একেবারেই মাথা চেয়ে বসলে?

পণ্ডিত বাবার মুখ কেমন হয়েছে দেখ! তারপর সপ্তগ্রামের—

শেখর। সপ্তগ্রামের?

স্মৃতি। পেঁচো খুন করব।

পঞ্চা। কথাটা শুনলে শেখরদা? ঘোড়ারডিম বলে কিনা খুন করব?

শেখর। তোর ভয় নেই তুই বল।

পঞ্চা। সত্যি বলতে ঘোড়ারডিমের ভয় কিসের। তারপর শোন, সপ্তগ্রামের—

স্মৃতি। পেঁচো—পেঁচো!

পঞ্চা। থো কর তোমার ঘোড়ারডিমের "পেঁচো—পেঁচো"। তারপর সপ্তগ্রামের রত্নেশ্বর শ্রেষ্ঠীর ছেলের সঙ্গে ফিসির ফুস্সুর ক'রে-টিকির ধ্বজা উড়িয়ে, ঘোড়ার ডিমের পরামর্শ হল, পাল্কী এলো—লেঠেল এলো।

শেখর। আরও কি সিদ্ধান্ত চাও—স্মৃতিভূষণ।

হেরম্ব। যে সিদ্ধান্তের জন্য এরা ব্যস্ত হ'য়েছেন, সে সিদ্ধান্ত আমি করছি। স্মৃতিভূষণ আমি বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারছি কেন এই ঘৃণিত চক্রান্ত—কেন এই আক্রোশ? একটু আগে আমার যে নির্ভরতা নিয়ে তুমি বিদ্রূপ ক'রেছ, সেই নির্ভরতার পরীক্ষা করব তোমাদের অহঙ্কারের কষ্টি-পাথরে। যদি আমি আমার হৃদয়ের সবটুকু একাগ্রতা—সমস্ত নির্ভরতা—আমার ঐ পাষাণ ঠাকুরের পায়ে অকপটে

নিবেদন ক'রে থাকি। যদি আমার ঐ জড় ঠাকুরের মধ্যে শ্রীশ্রীভগবানের প্রচণ্ড শক্তি এতটুকুও প্রচ্ছন্ন থাকে। তবে শোন ভণ্ড, ত্রিরাত্রের মধ্যে দেবদাসী মন্দিরে ফিরে আসবেই আসবে—হাঁ সে নিশ্চয় ফিরবে। (বিগ্রহের দিকে ফিরিয়া) শোন রাধারমণ, যদি তোমার শ্রবণ শক্তি থাকে শোন—এই আমি আসন গ্রহণ করলেম। যতদিন না তোমার দেবদাসী মন্দিরে ফিরে আসে, ততদিন তোমার পূজা বন্ধ, ভোগ বন্ধ, আরতি বন্ধ। ভক্ত ও ভগবানের এ সংঘর্ষে দেখি আমি হারি. কি তুমি হার, দয়াময় !

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

রাধারমণের মন্দিরের পথ

(রাখাল বালকগণ)

ওরে আয়রে—আয়রে ব্রজের কানু।
দুলিয়ে বাঁকা, শিখী পাখা, বাজিয়ে মোহন বেণু ॥
সূর্যি মামা আসবে ওরে, বিশ্ব যাবে আলোয় ভ'রে।
ছড়িয়ে দেবে, দিকে দিকে তাহার চরণ রেণু ॥
রাজা হ'য়ে ভুললি খেলা—
গোঠে যাওয়া, সকাল বেলা।
কোথায় আজি রাখ লি ফেলে, সাধের মোহন বেণু ॥

[প্রস্থান।

(হারু, পাঁচু, পরেশ প্রভৃতির প্রবেশ)

হারু। ও হেরম্ব-ঠাকুর যখন একবার ব'লে বসেছে, তখন আর কথার নড় চড় হবে না।

পাঁচু। আমি চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছি, এই ভক্ত আর তোমার ঐ ঘোড়ারডিম ভগবানকে নিয়ে শেষে একটা ব্রহ্মহত্যা না ঘ'টে আর যায় না। এ সময় আবার শেখরদা ঘোড়ারডিম কোথায় গেল? সে থাকলে আমরা বুক ঠুকে যা হয় কিছু করতে পারতুম।

পরেশ। শেখরদার কথামত খোঁজও তো যথেষ্টই করা হ'ল, কিন্তু কোন কিনারাই তো হল' না।

পাঁচু। বাউলদা, যে বাউলদা—সেও নেই। অতসী দিদির অবিশ্যি কোন খবর রাখবার সময় পাইনি। তিনি আবার যে কি কর্‌ছেন কে জানে?

নেপাল। তিনি সকাল থেকে মন্দিরে আছেন।

পাঁচু। তিনিও কি হেরম্ব-ঠাকুরের মত ভক্ত আর ভগবান দেখ্‌বেন বলে ঠিক করেছেন নাকি? আমি মন্দিরে যাচ্ছি হারু, আর এখানে নয়, এঁরা সবাই মিলে যে রকম আরম্ভ ক'রেছেন, বেশী দেরী নেই—ঘোড়ারডিম ভগবানকে এসে না এই সব ভক্তদের দস্তুরমত সেবা শুশ্রূষা ক'রতে হয়।

[প্রস্থান।

হারু। শেখরদা বোধ হয় সপ্তগ্রামের দিকেই গেছে, একা গিয়ে ভাল করেনি। যদি কোনও গোলমাল বাধে।

পরেশ। শেখরদার বিষয় ভাবনা করার কিছুই নেই, হারু।

নেপাল। না পরেশ, যদি আজ রাত্রের মধ্যে শেখরদা ফিরে না আসে, আমরা কাল সকালেই সপ্তগ্রামের দিকে রওনা হব।

হারু। তা ছাড়া আর উপায়ও দেখছি না। কিন্তু এখানকার ব্যবস্থা—মন্দিরের ব্যবস্থা?

নেপাল। কেন পাঁচু আর পরেশ এখানে থাকলেই চলবে।

হারু। এদের দুজনে কি—

নেপাল। দরকার হ'লে, শেখরদার নাম করলে, আশ-পাশের দু'চারশো ঘর চাষী এদের দুজনের জন্য, প্রাণ দিতেও পেছপাও হবে না।

হারু। ঠিক বলেছ নেপাল। ঐ যা, পাঁচু মন্দিরে চ'লে গেল? চল তাকে খবরটা দিয়ে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

(গাহিতে গাহিতে অতসীর প্রবেশ)

গীত।

ভোরের পাখী, ডাকি ডাকি, খুঁজে বেড়াস যারে।
দূর গহনের, কালো পাখী, ভুলিয়ে নিল' তারে॥
টানছে তারে, অচিন্ টানে, ছোটে তারই পিছে।
অচিন্ পথে, পাড়ি দিল, ফেরান' তায় মিছে॥
গ্রামের পরে, গ্রাম ছাড়াল, মাঠের পরে মাঠ।
এল, আবার পেরিয়ে গেল, কতই খেয়া ঘাট॥
তুই তবে আর "বৌ কথা কও" ডাকিস মিছে কারে॥

অতসী। বাউল এখন কত দূরে? না জানি তার কত কষ্ট হচ্ছে। একে অন্ধ, তার উপর হয়তো বিজন পথে—তাইতো আমি যতখানি তার পথের কষ্টের কথা ভাবছি, সে কি ততখানি ভাবে? তাহলে কি মাধুকরী নিয়ে, অমন ক'রে ছুটে বেড়িয়ে পড়তো?

(দৌড়াইতে দৌড়াইতে কেবলরামের প্রবেশ)

কেবল। বাবারে, আর একটু হ'লেই—এ কে এঁ্যা—

অতসী। ওকি, চক্কোত্তি মশাই?

কেবল। অতসী—তুমি?

অতসী। আপনি কি অন্য কিছু মনে করছিলেন নাকি? তা অমন করে দৌড়ে—

কেবল। দৌড়াচ্ছিলাম? কখন? কৈ না—।

অতসী। এই যে হাঁপাচ্ছেন?

কেবল। হাঁপাচ্ছি? হাঁপাচ্ছি আবার কোথায়? ওঃ আমি অমন মধ্যে মধ্যে হাঁপিয়ে থাকি। তারপর অতসী কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

অতসী। ভিক্ষে ক'রতে—

কেবল। দেখ অতসী, তোমায় ভিক্ষে ক'রতে দেখলে আমার সত্যি বড় কষ্ট হয়। সবই বরাত না হ'লে—

অতসী। বরাতের উপর নির্ভর ক'রতে হ'লে, আর কিছুই যে বলবার থাকে না। ঐ যে বল্লেন বরাত, ওটা না হ'লে আপনার অবস্থা আমার মত হ'তে পারত, আমার মত আপনার হয়তো ভিক্ষে করে কাটাতে হ'তো। যাক আমায় অনেক দূর যেতে হবে—

কেবল। তাতো বটেই।

অতসী। তবে চল্লুম।

[প্রস্থান।

কেবল। বড্ড পাশ কাটীয়ে নিয়েছি! নইলে ও শুম্ভ নিশুম্ভদের হাতে প'ড়লে হয়েছিল আর কি। সেদিন থেকে

আমার উপর বেজায় চটে আছে, শুধু স্মৃতিভূষণ মশায়ের ভয়েই কিছু করে উঠতে পারছে না বইতো নয়। এও ভ্যালা এক আপদ হয়েছে, পালিয়ে পালিয়েই বা কদিন বেড়াই? শেখরকে একা পেলে না হয় তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে একটা রফা করা যেত। ওদিকেও এক বিপদ, স্মৃতিভূষণ মশায়ের বিষ দৃষ্টিতে প'ড়লে এতে যেটুকু বা আছে, সেটুকুও থাকবে না। লোকে যে বলে "চর্কীর পাক"—আমি সেই চর্কীর পাকেই পড়েছি।

(স্মৃতিভুষণের প্রবেশ)

স্মৃতি। কই চক্কোত্তি? আর যে মোটেই তোমার দেখা সাক্ষাৎ পাইনি? তোমার আবার কি হ'লো?

কেবল। না বিশেষ কিছু নয়। ছোঁড়াগুলো দেখলে বড় ক্ষেপাতে আরম্ভ করে, তাই মনে করেছিলাম, আপনার বাড়ীর পাশেই তো ঐ ছোঁড়াদের আড্ডা? বেলাবেলি না গিয়ে, একটু অন্ধকার হ'লে আপনার সঙ্গে দেখা ক'রবো।

স্মৃতি। হেরম্বনাথের বিষয় কি বুঝছো?

কেবল। ফেঁসে তো গিছলোই। ঐ ছোঁড়ারা কোথা থেকে মাঝখানে প'ড়ে সব মাটী করে দিলে বৈত নয়—

স্মৃতি। ছুঁড়িকে যেখানে সরিয়ে ফেলা গেছে, তিন রাত্রে কি, তিন বছরেও তাকে ফিরিয়ে আনা শেখরের হাড়ে হবে না।

কেবল। কিন্তু যাই বলুন, শেখরটা বড় ডানপিটে।

স্মৃতি। উঁহু সে বিষয় নিশ্চিন্ত থাক। ছোঁড়াদের আমি এবার সায়েস্তা ক'রে দিচ্ছি।

কেবল। হাঁ যত শীগ্‌গীর পারেন ঐ বেটাদের দফা-রফা ক'রে দিন। হাঁসিও পায়, রাগও হয়। অতসীটা আবার ঐ "তরুণের দলে" আছেন, তিনি নাকি ওদের দিদি ?

স্মৃতি। অতসী বেশ গায় কি বল ?

কেবল। আজ্ঞে হাঁ, তা চমৎকারই গায় বটে।

স্মৃতি। চেহারাটাও নেহাৎ—কি বল ?

কেবল। (কাশিয়া) আজ্ঞে।

স্মৃতি। ওকে আমাদের দলে আনতে পার' কেবলরাম ?

কেবল। আজ্ঞে চেষ্টা ক'রলে যে হয় না তা নয়, তবে কিছু—

স্মৃতি। তা আটকাবে না। টাকা লাগে—টাকা পাবে। আজই সন্ধ্যায় একবার চেষ্টা কর না। বলি সে অন্ধ হতভাগাটা তো আর এখানে নেই হে ? টাকার লোভে ও রাজি হবেই। কেমন ? বেশ গড়নটী, না হে।

কেবল। আজ্ঞে।

স্মৃতি। তা হ'লে তুমি আজই যাও। তারপর সুবিধা বোঝ, ব্যবস্থা ক'রো।

কেবল। পাশেই যে ছোঁড়াদের আড্ডা ?

স্মৃতি। আরে আমিতো পেছনে আছি, ভয়টা কিসের ?

কেবল। আজ্ঞে না, তা আপনার ভরসাই ভরসা। তার জোরেই তো টিকে আছি।

স্মৃতি। তা হ'লে যা কথা হ'লো! আমি এখন একবার গঙ্গাতীরে যাব—

কেবল। যে আজ্ঞে—

[স্মৃতিভূষণের প্রস্থান।

এ ব্যাপারখানা কি বাবা! উঃ মেয়ে মানুষ কি চিজ? তার উপর সাবাস্ দিই ঐ অতসীকে, এক প্যাঁচে অমন জবর স্মৃতিভূষণকেও গেঁথে ফেলেছে! যাওয়া যাবে সন্ধ্যায় এক-বার অতসীর "বেতস কুঞ্জে", স্মৃতিভূষণ মশাই যখন আছেন ভয়টা কি?

(পার্ব্বতী ঠাকুরুণের প্রবেশ)

পার্ব্বতী। হাঁরে কেবলরাম, এ তোদের কেমন ধারা কাণ্ড কারখানা বলতো শুনি?

কেবল। কি দিদি?

পার্ব্বতী। বলি বুড়ো কি শেষটা মারা যাবে?

কেবল। আমরা কি করবো বলো। তিনি নিজেই তো কটু দিব্যি গেলে বসলেন।

পার্ব্বতী। তোরা তাকে গালতে দিলি কেন? গেছলো গেছলো মেয়েটা কুলের বার হয়ে। তা বলে তার গুষ্টিবর্গকে এ পীড়ন করা কেন? এ যে বাপু তোদের বাড়াবাড়ি।

কেবল। দিদি সবই বুঝি, কিন্তু সমাজ, সমাজকে তো—

পার্ব্বতী। কিসের তোর সমাজ বাপু? মানুষটা মারা গেলে সমাজের মুখ খুব উজ্জ্বল হবে? কাল যে আমি এখানে

ছিলুম না, নইলে তোদের ঘোঁট পাকানো ঘুচিয়ে দিতুম। যতই ভেতরে গলদ ঢুকছে, বাইরে বজ্জর্ আঁটুনি ততই বাড়ান হচ্ছে। যা শিগ্গীর গিয়ে হাতে পায়ে ধ'রে, বামুনকে ঠাণ্ডা কর।

কেবল। স্মৃতিভূষণ মশাইকে না জানিয়ে তো কিছুই হয় না।

পার্ব্বতী। তাহ'লে এতক্ষণ কেন করিসনি? এ রকম বাড়াবাড়ি ক'রলে সব গোল্লায় যাবে।

[কেবলরামের প্রস্থান।

পার্ব্বতী। এরা মনে করে এদের মৎলব কেউ বুঝতে পারে না, কিন্তু পার্ব্বতী বামণীর চোখে ধুলো দেওয়া বড় শক্ত। হেরম্ব-ঠাকুরের পেছনে লেগে, তাকে বিদেয় করতে পারলে হাড়ে বাতাস লাগে, কেমন? যাবে—সমাজ লণ্ড-ভণ্ড হ'য়ে যাবে। এত বাড়াবাড়ি কি সয়?

(অতসীর প্রবেশ)

অতসী। বামুন মা, আপনার ওখানেই গিয়েছিলুম।

পার্ব্বতী। কেন রে অতসী?

অতসী। আপনাদের স্মৃতিভূষণ মশায়ের জন্য তো আমাদের এখানে টেঁকা দায় হ'য়ে উঠলো।

পার্ব্বতী। দায় হ'য়ে উঠল, বললেই হবে? কেন, কি হয়েছে?

অতসী। আমাদের উৎখাত করতে শেখরকে শাসিয়েছেন। তার উপর হেরম্ব-ঠাকুর—

পার্ব্বতী। হেরম্ব-ঠাকুরের বিষয়—সব শুনেছি।

অতসী। এখন উপায় ?

পার্ব্বতী। উপায় আবার কি ? তোদের মনে তো কোন পাপ নেই, তবে ভয় কিসের ? পার্ব্বতী ঠাকরুণ যে কত বড় মেয়ে স্মৃতিভূষণ তা জানে না, তাকে আমি জানিয়ে দেব যে তার একাধিপত্য করবার সময় এখন' আসেনি, অন্ততঃ আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন তো নয়ই।

অতসী। তুমি—ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কি করবে, বামুন মা ?

পার্ব্বতী। প্রত্যেকের দোরে দোরে গিয়ে ব'লে আসবো, ত্রিবেণীতে নারীর নারীত্ব আর নিরাপদ নয়। ত্রিবেণীতে ব্রহ্মহত্যা হ'তে ব'সেছে। ওগো ত্রিবেণীর মায়েরা, তোমরা এর প্রতিকার কর। ওগো ত্রিবেণীর গৃহলক্ষ্মী, তোমরা সমস্বরে প্রতিবাদ কর—"আমরা স্মৃতিভূষণের বিধি চাই না—আমরা স্মৃতিভুষণের বিধান মানি না, আমরা চাই শান্তি, আমরা চাই পরস্পরের মধ্যে প্রীতি, আমরা চাই ধনী, দরিদ্র, মূর্খ, বিদ্বান পাশাপাশি হ'য়ে, গলাগলি হ'য়ে আনন্দময় রাধারমণের রাজ্য, চিরানন্দময় করে তুলতে"।

অতসী। ঠাকুর! রাধারমণ! তাই যেন হয়। বামুন মা তোমার পায়ের ধূলো একটু খানি আমার মাথায় দাও।

[উভয়ের প্রস্থান।

(গাহিতে গাহিতে জনৈক চাষার প্রবেশ)

গীত।

ওরে বনের বাউই রে

ঝাঁকে ওড়', ওড়' ঝাঁকে রে, মোর পরাণ ধনে দিয়ো কথা।
আমি বেপাকে প'ড়েছি এসে, তেপান্তরের মাঠে—
আমার হ'য়ে, তুমি জানিও আমার ব্যথা॥
আমি হাসি খেলি গাই—
তবু সে দিক পানেই চেয়ে আছি ভাই ;
আমার গানের মাঝে, সে মুখখানি ঐ জাগ্‌ছেরে সদাই
আমার গান থেমে যায় চল্‌তি পথে, হয় না তো আর হাসি,
এ সব কথা বলিস তারে—
জানাস ভালবাসা, ওরে আমার জানাস ভালবাসা।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সপ্তগ্রামের পথ।

(বাউল ও গ্রাম্য বালকগণ)

১ম বালক। হাঁগা বল না, তোমার নাম কি ? বলনা ?

বাউল। আমার নাম বাউল।

২য় বালক। বাউল মানে কি ?

বাউল। বাউল মানে পাগল।

৩য় বালক। পাগল বুঝি লোকের নাম হয় ?

১ম বালক। কেন হবে না ভাই, ঐ বদ্যিদের ছেলেটাকে তো তার মা "পাগ্‌লা" ব'লে ডাকে ?

৩য় বালক। মা ডাকতে পারে। তা ব'লে তুমি তাকে একবার পাগল ব'লে ডেকে দেখ'তো, হাঁ দেবে এখন দমাদ্দম্ লাগিয়ে—

বাউল। আমায় বাউল ব'লে ডাকলে আমি মোটেই রাগ ক'রবো না।

২য় বালক। হাঁগা তুমি একা যে রাস্তায় বেরোও, তোমার ভয় করে না?

বাউল। ভয় কিসের?

৩য় বালক। খানায় পড়ে যেতে পার,—হোঁচট খেতে পার।

বাউল। তিনি যে আমার সঙ্গে সদাসর্ব্বদা আছেন—

২য় বালক। কে?

বাউল। যিনি আমায় অন্ধ ক'রেছেন।

১ম বালক। তুমি কি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ নাকি?

বাউল। তা কেমন ক'রে পাব—আমি যে অন্ধ। তবে বুঝতে পারছি, যে তিনি আমার কাছে কাছে আছেন।

৩য় বালক। কই আমরা তো কাউকেও দেখতে পাচ্ছি না?

বাউল। তাঁকে দেখতে পাওয়া একটু শক্ত।

১ম বালক। তোমার বাড়ী কোথায়?

বাউল। ত্রিবেণীতে।

১ম বালক। ও ত্রিবেণীতে। মা বল্‌ছিলেন—সেখানে

নাকি এক চমৎকার ঠাকুর আছেন। আমরা সেই ঠাকুর দেখতে যাবো। হাঁগা—সেখানে কোথায় তোমার সঙ্গে দেখা হবে ?

বাউল। শ্রীমন্দিরেই।

১ম বালক। কি ব'লে তোমায় খোঁজ ক'রবো ?

বাউল। বাউল ব'লে।

১ম বালক। বাউল ভট্‌চায ?

বাউল। ছিঃ, বাউল—শুধু বাউল ব'লে।

১ম বালক। শুধু নাম ধ'রে তো লোকের ডাকতে নেই। তার চেয়ে বাউল-ঠাকুর ব'লে খোঁজ করবো, কেমন ?

(শেখরের প্রবেশ)

শেখর। আরে—বাউলদা যে, বেশ ছেলেদের সঙ্গে মেতে গেছ' দেখছি।

বাউল। মাঝে মাঝে মাততে হয় বৈকি! বুড়োদের সঙ্গে মিশে তেমন মজা হয় না। এরা যেন ঠিক ভোরের আলো,—যেমন উজ্জ্বল, তেমনি হাস্যময়, এদের সঙ্গে মিশে মনটাও একটু উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। কুমোরের চাকের নরম মাটীর মত, এদের যেমন ইচ্ছে গ'ড়তে পারা যায়। মুখে এদের ভোরের আলোর হাঁসির লহর খেলে।

শেখর। মাধুকরী ক'রতে এসে বুঝি এই সব হ'চ্ছে ?

বাউল। ভোরের আলোকে যে আমি বড় ভালবাসি। তাকে শুধু দেখতে পাই না ঐ যা, নইলে তার পরশ, তার

মধুরতা—সবটা বেশ টের পাই। তাইতো সেই গানটা গাইতে—আমার এত ভাল লাগে সেই—

গীত।

ভোরের আলো—ওরে আমার ভোরের আলো,
চির আঁধার হৃদয়টাতে জ্বালো, তোমার কনক প্রদীপ জ্বালো।
অলস যখন সকল বিশ্ব, মগন গভীর ঘুমে,
তুমি হাত ছানিদে ডাক'—কেবল ডাকো—
রূপের ডালা ফেল মেলে পূরব গগনে,
তুমি চির নবীন গানে—তোমার কনক প্রদীপ জ্বালো—
ঢালো, ঢালো, ঢালো, তোমার উজল হাসি ঢালো ॥

শেখর। কোথাও কিছু নেই, ভোরের আলোর জয় গান আরম্ভ ক'রলে যে বাউলদা।

বাউল। ছেলেরা গান শুনবে ব'লে আমায় ধ'রে এনেছিল। ওদের সঙ্গটা ভারি মধুর লাগছিল, তাই নানান কথায় ওদের আটকে রেখেছিলুম। কেমন ভাই এবার গান শুনলে তো, এখন যাও, আমিও আমার সাথীর সঙ্গে কয়েকটা কথা কই—কেমন ?

১ম বালক। সন্ধ্যা বেলায় আবার আসবো ? তখন আবার গান শোনাতে হবে কিন্তু—

বাউল। আচ্ছা।

৩য় বালক। ওরে চল্ চল্, আবার তো এসে গান শুনবো। চল—

[বালকগণের প্রস্থান।

বাউল। শেখর তুমি যে এখানে—কখন ত্রিবেণী থেকে বেরিয়েছ ?

শেখর। আজ সকালেই।

বাউল। এত অল্প সময়ের মধ্যে এসে গেলে কি করে ?

শেখর। তুমি যেমন চলেছ, আমিতো তেমনি নয়। এই তো তুমি কতক্ষণ ছেলেদের সঙ্গেই কাটায়ে দিলে। আমি যাচ্ছি কাজে।

বাউল। কি জানি শেখর, আজ সকাল থেকে কিছুই ভাল লাগছে না। এখন ত্রিবেণীর সব খবর বলো।

শেখর। কাল রাত থেকে রজনী নিরুদিষ্টা। আজ ভোরে তাই নিয়ে মন্দিরে বিরাট জটলা। স্মৃতিভূষণ, এই উপলক্ষে নিজের স্বার্থ উদ্ধারের মতলবে ব্যাপারটাকে ক্রমশঃ জটীল ক'রে তুলেছেন। তিনি বলতে চান, রজনী স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ ক'রেছে। হেরম্বনাথকে সেই জন্য নাকি ত্রিবেণী থেকে বিদায় দেওয়া উচিত। এই রকম ক'রে, শেষটা এমন হ'য়ে উঠেছে যে হেরম্ব-ঠাকুর ব'লে ব'সেছেন, যদি রাধারমণ সত্য হ'ন তাহ'লে নাকি ত্রিরাত্রির মধ্যে রজনী মন্দিরে ফিরে আসবেই। আর যতক্ষণ তা না হয়, তিনি অন্ন-জল স্পর্শ ক'রবেন না, ঠাকুরের পূজা, আরতি, ভোগ সব বন্ধ থাকবে।

বাউল। এ সময় তুমি ত্রিবেণী থেকে চলে এলে কেন ?

শেখর। খবর পাওয়া গেল, গত রাত্রেই নাকি একখানা পাল্কি, এই সপ্তগ্রামের দিকে এসেছে। তাই আমি

রজনীকে খুঁজতে বেরিয়েছি। আমার একজনের উপর সন্দেহ হয়, বোধ হয়—সে এই ব্যাপারেই জড়িত আছে।

বাউল। কে সে শেখর?

শেখর। শ্রেষ্ঠী পুত্র কুবলয়।

বাউল। তাই যদি হয়, তাহ'লে কি তুমি মনে কর, সে সহজে তোমায় ধরা দেবে?

শেখর। নিশ্চয়ই দেবে। বাউলদা, শেখর যখন নিজে বেরিয়েছে, সে একটা কিছু না ক'রে ফিরবে না। তার শক্তির উপর সে যথেষ্ট বিশ্বাস করে। তুমি কি বল—

বাউল। তাই যদি, আমায় তবে আর জিজ্ঞাসা করা কেন?

শেখর। তবু তোমার মতটা কি শুনি?

বাউল। শেখর তুমি তোমার নিজের শক্তির উপর যতটা বিশ্বাস কর, হেরম্বনাথের ভক্তির ওপর তার চেয়ে আমি কিছু কম বিশ্বাস করি না। যদি হেরম্বনাথ ব'লে থাকেন যে রজনী ত্রিরাত্রির মধ্যেই ফিরবে; সে তাহ'লে নিশ্চয়ই ফিরবে। ভক্তের বাক্যই ভগবানের শুভেচ্ছা—সে তো নিষ্ফল হয় না। ভেবে দেখ, বালক প্রহ্লাদের জন্য ভগবানকে স্ফটীকস্তম্ভে আশ্রয় নিতে হ'য়েছিল।

শেখর। ওসব উপখ্যান, পুঁথির কথা আমি বিশ্বাস করি না। আমি মানি কর্ম্ম-যোগ, তার ফল চিরকালই ফলে, বরাবরই তা নিজের চোখেই দেখে এসেছি।

বাউল। ভেবে দেখলে দেখতে পাবে, একই বহু, আবার সেই বহুই এক। ও তোমার কর্ম্ম-যোগই বল, আর ভক্তি-যোগই বল, সবই এক।

শেখর। তা কি ক'রে হবে বাউলদা? তাতো হয় না।

বাউল। যখন আমিত্বটা একটু বড় হ'য়ে ওঠে, তখনই মনে হয় কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই কর্ম্মের যিনি কর্ত্তা, তাকে খুজে বার ক'রতে পারলে, তখন নিজেকে একেবারে অসহায় ব'লে মনে হয়। এই যে তোমার সঙ্গে কথা কইছি, এর ভেতর থেকে তুমি আর আমি এ দুটো প্রভেদকে বিদেয় ক'রে দেবার পরেও কি তুমি বলবে কর্ম্ম-যোগ বড়? ভক্তি কি কিছুই নয়—একনিষ্ঠা কি কিছুই নয়—বিশ্বাস কি কিছুই নয়?

শেখর। তবে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলেই তো ভক্তি-যোগের একেবারে চরম হ'য়ে যায়।

বাউল। শেখর, যখন পথ ধ'রে লোক যায়, তখন একটু একটু ক'রেই যায়, একটু একটু ক'রে বোঝ্‌বার চেষ্টা করো। বুঝ্‌তে গিয়ে একটু বেশী বুঝে ফেলাটাও আমি না-বোঝার সামিল ব'লেই মনে করি।

শেখর। আমি বলছি বাউলদা শক্তিই বড়। শক্তিই সৃষ্টি করে, শক্তিই গতি দেয়, শক্তিই সার্থকতা আনে।

বাউল। আমি কিছুতেই তা মানবো না শেখর। শক্তিই সব করে—স্বীকার ক'রতে রাজী আছি, যদি তুমি স্বীকার কর ভক্তিতেই সেই শক্তির জন্ম, ভক্তির কোলেই সেই শক্তির পুষ্টি, ভক্তির চির উজ্জ্বল, চির মধুরতায় সেই শক্তির পরিণতি।

শেখর। প্রমাণ করো।

বাউল। প্রমাণ ক'রতে হবে না। যদি হেরম্বনাথের মত ভক্ত বলে থাকেন "ত্রিরাত্রির মধ্যে রজনী ফিরবে" তাহ'লে রজনী ফিরবেই। তুমি ত্রিবেণীতে ফিরে যাও। যদি ত্রিরাত্রির মধ্যে রজনী না ফেরে, তখন তার সন্ধান ক'রো, যা ইচ্ছা হয় ক'রো, আমি হার মেনে নেব, তাহ'লে আমি চলা সুরু করি; শেখর কি বল ?

শেখর। অনেক কথা কাটাকাটি করলুম, রাগ কল্লে না তো বাউলদা ?

বাউল। না ভাই তোর উপর রাগ কর্ত্তে গেলে যে আমার নিজের ওপর রাগ করা হবে—আমি যাই—

[প্রস্থান।

শেখর। বাউলদার কথাগুলো শুনে আমার মনতো কই আগেকার মত নেচে উঠলো না ? তাইতো এতদূর এসে আবার ফিরে যেতে হবে ? কিন্তু ত্রিবেণীতে ফিরেই বা লোকে জিজ্ঞাসা ক'রলে কি বলবো ? হেরম্ব-ঠাকুরকে আমি আশ্বাস দিয়েছি, যেমন ক'রেই হোক রজনীর সন্ধান—ঐ কুবলয়ের মত একজন কে এদিকে আসছে না ? হাঁ কুবলয়ই তো। যা খোঁজ ক'রতে আসা তা পেয়েছি। কি বলতে বলতে আসছে, একটু আড়ালে গিয়ে শুনি। তারপর যদি তাই হয়, তাহ'লে কুবলয়—তোমায় আমি এমন শিক্ষা দিয়ে যাব—যা দেখে লোকে, না—থাক, আগে সবটা শোনা যাক।

(অন্তরালে গমন)

(কুবলয় ও বৃদ্ধ ভৃত্যের প্রবেশ)

কুবলয়। পৃথক সব ব্যবস্থা ক'রে দিয়ো, দাই-মাকে ডেকে ওর কাছে থাকতে ব'লো। যেন কোন কিছুরই অভাব না হয়। এখন আমাদের বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত উনি আমাদের বাগান বাড়ীতেই থাকবেন।

ভৃত্য। কর্ত্তাকে সব বলেছেন তো ?

কুবলয়। এখনও বলিনি, সময় মত সব বলবো। তাঁর মত না হ'লে তো বিবাহ হবে না। তোর ভয় ক'রতে হবে না। আমি তো কোন অসদ্‌ভিপ্রায়ে ওকে আনি নি—বিবাহ ক'রবো ব'লেই এনেছি। বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত—

ভৃত্য। কর্ত্তা যদি মত না দেন।

কুবলয়। যদি মত না দেন ? বাবাকে তুই আজও চিনতে পারলিনি ? ওরে, বাবা নিশ্চয়ই মত দেবেন। আমি তো তেমন কিছু গুরুতর অন্যায় করিনি। এখন যেন একটু তোদের কেমন কেমন লাগছে, না ? বিয়ে হবার পর দেখবি আর কোনও গোলমাল থাকবে না ? তুই যা শিগ্‌গীর দাই-মাকে রজনীগন্ধার কাছে গিয়ে থাকতে বল।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

(শেখরের প্রবেশ)

শেখর। এ কোন রজনীগন্ধা ? ত্রিবেণীর ? কি কুবলয় এ কোন রজনীগন্ধা ? উত্তর দাও।

কুবলয়। তুমি কে ?

শেখর। পরিচয়ের আবশ্যক নেই। যা জানতে চাই, তার উত্তর দাও।

কুবলয়। উত্তর দেওয়া না দেওয়া আমার ইচ্ছা— তোমার নয়।

শেখর। উত্তর তোমায় দিতে হবে—

কুবলয়। তুমি কি সপ্তগ্রামে এসে, আমার ওপর চোখ রাঙ্গিয়ে যেতে চাও ?

শেখর। হাঁ তাই—তাই—উত্তর দাও ?

কুবলয়। তোমার কথার কোনও উত্তর দেওয়া আমি প্রয়োজন মনে করি না—

(প্রস্থানদ্যোত)

শেখর। কুবলয়—

কুবলয়। (ফিরিয়া) কি ?

শেখর। উত্তর দেবে কি না ?

কুবলয়। না দেব না।

শেখর। দেবে না ? এখনও বল নইলে—(হাত ধরিল)

কুবলয়। কে তুমি যে

শেখর। কে আমি—? আমি শেখর—ত্রিবেণীর শেখর রায়। বল' এ কোন রজনীগন্ধা ? ত্রিবেণীর ?

কুবলয়। হাঁ—

শেখর। তাহ'লে তুমিই তাকে হরণ ক'রে এনেছ ?

কুবলয়। তাকে হরণ ক'রে আনিনি। বিবাহ ক'রবো—

ঈশ্বর সাক্ষী ক'রে বিবাহ ক'রবো ব'লে এনেছি। আমার কোন কু-অভিপ্রায় নেই।

শেখর। আমি আড়াল থেকে সব শুনেছি, জানি। তাকে কোথায় রেখেছ?

কুবলয়। উদ্যান বাটীকায়।

শেখর। উদ্যান বাটীকায় কেন?

কুবলয়। স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের পরামর্শ মত। তিনি ব'লেছেন উদ্যান বাটীকায় আমাদের বিবাহ সম্পন্ন হ'য়ে যাবার পর—

শেখর। রজনী যে ব্রাহ্মণ কন্যা, তোমার সঙ্গে তার বিবাহ হ'তে পারে না।

কুবলয়। কেন, বৈষ্ণব মতে হ'তে পারে তো?

শেখর। তা নয় হ'লো। তুমি হেরম্বনাথকে এসব বলনি কেন? কেমন ক'রে বুঝবো যে—তোমার কোন মন্দ-অভিপ্রায় ছিল না?

কুবলয়। হেরম্বনাথকে আমার সমস্ত বলার ইচ্ছা বরাবরই ছিল, কিন্তু স্মৃতিভূষণ মশাই বলতে দেন নি।

(শেখর কুবলয়কে ছাড়িয়া দিল)

শেখর। স্মৃতিভূষণ, স্মৃতিভূষণ—আচ্ছা, তুমি রজনীকে আমার হাতে সমর্পণ ক'রতে রাজী আছ?

কুবলয়। কেন, আপনি তাকে ত্রিবেণীতে নিয়ে যাবেন?

শেখর। হাঁ—

কুবলয়। বেশ নিয়ে যান, আসুন আমার সঙ্গে—

শেখর। না হাতের মধ্যে যখন পেয়েছি তখন বাউলদার কথা ফলে কিনা দেখাই যাক না। হাঁ একটা কথা, যদি তোমার এই কাজের জন্য হেরম্বনাথকে বিপন্ন হ'তে হয়, তাহ'লে তুমি কি করবে?

কুবলয়। না—না, আমার কৃতকার্য্যের জন্য তাঁকে কিছুতেই বিপন্ন হ'তে দেব না।

শেখর। তোমার কথা শুনে তোমায় উপর আমার শ্রদ্ধা হ'লো, বেশ আমি একাই যাব, কিন্তু রজনীর শুভাশুভের জন্য দায়ী থাকবেন—তোমার পিতা রত্নেশ্বর শ্রেষ্ঠী।

কুবলয়। কেন আমাকে কি আপনি এখনও বিশ্বাস ক'রতে পারছেন না?

শেখর। যদি বলি না?

কুবলয়। তাহ'লে বুঝবো, আপনি শক্তিমান হ'লেও বুদ্ধিমান নন। শক্তির গর্ব্বে সামান্য বিচার বুদ্ধিটুকুও হারিয়ে ফেলেছেন।

শেখর। কেন?

কুবলয়। শুনুন। রত্নেশ্বর শ্রেষ্ঠীর পুত্র এত হীন নয়। সে ভালবাসায় অন্ধ হ'য়ে, নির্ব্বোধের মত কাজ ক'রতে পারে, কিন্তু সতীত্বের অমর্য্যাদা ক'রতে পারে না। সে রজনীকে সত্যই ভালবাসে—

শেখর। কুবলয় তোমার কথায় আমি আনন্দিত হ'লেম। আমার যে টুকু প্রয়োজন ছিল তা পেয়ে গেছি। যাক অনেক কিছু হ'লো রাগ ক'রো না ভাই।

কুবলয়। রাগ করিনি শেখরদা এটুকু যে আমার প্রাপ্য। এযে আমায় পেতেই হবে—আজ নয় কাল।

(প্রণাম)

শেখর। ভাই—ভাই। এস ভাই—

[আলিঙ্গন ও কুবলয়ের প্রস্থান।

রজনীকে এখুনি শক্তির জোরে ত্রিবেণীতে নিয়ে যেতে পারি। শক্তি তো ভক্তিকে এখানেই অতিক্রম ক'রেছে। না—তবু দেখতে হবে, বাউলদার ঐ ভক্তি শক্তিকে পরাভূত ক'রতে পারে কি না? আমি মানি পুরুষকার, হিমাচলের মত দৃঢ়, বজ্রের শক্তি তার বুকে। তাকে পরাজয় ক'রবে ভক্তি? নিষ্ক্রিয় ভক্তি? দেখাই যাক না।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অতসীর কুটীর।

অতসী।

গীত।

তোমার গরবে, গরবিণী আমি, রূপসী তোমার রূপে।
মনে করি হেন, ও দুটী চরণ, সদা ল'য়ে থাকি বুকে॥
অন্যের আছয়ে অনেক জনা, আমার কেবল তুমি,
পরাণ হইতে শত শত গুণে, প্রিয়তম করি মানি;
নয়ন অঞ্জন, অঙ্গের ভূষণ, তুমি যে কালিয়া চাঁদা।
দাসী কহে নাথ, তোমার পিরীতি; অন্তরে অন্তরে গাঁথা॥

(পার্ব্বতীর প্রবেশ)

পার্ব্বতী। তুই বেশ আছিস অতসী।

অতসী। কেন মা?

পার্ব্বতী। কেমন গান গাইছিস। ভাবনাও নেই, চিন্তাও নেই।

অতসী। ভাবনা কি আছে মা? ভাবনা চিন্তা সবই ক'রে দেখেছি, যা ঘটবার তা তো ঘটবেই। ভাবনার বাঁধ দিয়ে তো তার গতি ফেরান' যাবে না। তখন ও বালির বাঁধে কাজ কি?

পার্ব্বতী। তা তো বুঝি, কিন্তু না ভেবেও যে পারি না মা।

অতসী। যখন কোন একটা দুর্ভাবনা মনের মাঝে উদয় হয়, তখনি গান গাই—মনকে দুর্ভাবনা থেকে দূরে রাখতে।

পার্ব্বতী। এখন তাহ'লে একটু ভাবনায় প'ড়েছিস, কেমন?

অতসী। হাঁ প'ড়েছি বৈকি মা!

পার্ব্বতী। ভাবনাটা কি? আমায় বল না—

অতসী। শেখর এখনও কোনও খবর নিয়ে ফিরল না দেখে আমার আর, আর ভায়েরা তার খোঁজে কাল ভোরেই রওনা হ'চ্ছে। তাহ'লে মন্দিরে কে থাকবে মা? স্মৃতিভূষণ মশাইকে তো জান বামুন মা? ওঁর অসাধ্য তো কিছুই নেই। নিজে বেশ দূরে থেকে, বদমায়েস লোক লাগিয়ে, একটা কাণ্ড বাঁধাতে ওর আর কতক্ষণ। সেই হ'য়েছে আমার ভাবনা।

পার্ব্বতী। এর আবার ভাবনা কি? আমি গিয়ে মন্দিরে থাকবো। ত্রিবেণীর যত মেয়েরা আছে, তারা যদি গিয়ে মন্দির পাহারা দেয়, তাহ'লে পৃথিবীতে এমন পিশাচ কেউ নেই, যে নারীত্বের অবমাননা ক'রে মন্দিরে গিয়ে গোলমাল করে।

অতসী। সকলেই কি রাজী হবে?

পার্ব্বতী। কেন হবে না? তাদের আমি বুঝিয়ে বলবো, কত বড় চক্রান্ত চ'লেছে এই নিরীহ ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ করবার জন্য। রাধারমণের মন্দির পর্য্যন্ত এই মহা পাতকীরা কলঙ্কিত ক'রতে চায়। এমন কথা শুনলে কে আছে যে চুপ করে হাত পা গুটীয়ে ব'সে থাকবে? ছেলেরা যদি ন্যায়ের জন্য প্রাণপণ ক'রে দাঁড়াতে পারে, মেয়েরা—তাদের মা বোনেরাই বা পারবে না কেন? আমরা মেয়েছেলে ব'লে কি আমরা মানুষ নই? ধর্ম্মে আর সমাজে কি পুরুষেরই একমাত্র অধিকার? আমরা কি অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কোনও দাবী রাখি না? তুই ভাবিসনি অতসী, সন্ধ্যা হ'য়ে এল, আমি এখন যাই। কি বলিস?

অতসী। আচ্ছা।

পার্ব্বতী। কাল সকালেই আমি সমস্ত মেয়েদের নিয়ে মন্দিরে হাজির হবো। তুইও যাবি, কেমন?

অতসী। হাঁ যাব।

[পার্ব্বতী-ঠাকরুণের প্রস্থান।

অতসী। মেয়েটার কি হ'লো, কিছুই বোঝা গেল না। রজনী তো তেমন মেয়ে নয়। তাহ'লে সে কোথায় গেল? হেরম্ব-ঠাকুরের কি অসীম সাহস, কি অগাধ বিশ্বাস রাধা-রমণের ওপর, কিন্তু যদি তাই হয়—যদি রজনীগন্ধা ফিরে না আসে? এ যে কলিকাল, ভগবান কি তাঁর ভক্তের মর্য্যাদা রাখবেন। বাউলের মুখে শুনেছি, ভগবান যুগে, যুগে, ভক্তের কাছে পরাজয় মেনে নিয়েছেন। কিন্তু এ যে কলির ভক্তের শক্তি পরীক্ষা—

(নেপথ্যে কেবলরাম)

কেবল। অতসী—অতসী আছ?

অতসী। আছি।

(কেবলরামের প্রবেশ)

প্রণাম হই চক্কোত্তি মশাই—

কেবল। থাক, থাক, পায়ের ধূলো নিয়ে আর লজ্জা দিয়ো না।

অতসী। তা কি হয়? আপনি ব্রাহ্মণ মানুষ। কত পুণ্য ক'রেছিলাম, তাই আমার কুঁড়েতে আপনার পদধূলি প'ড়লো। আচ্ছা চক্কোত্তি মশাই, রজনীর কোন খবর পেলেন?

কেবল। বড়ই পরিতাপের বিষয় অতসী, তোমরা এখনও সেই কুলত্যাগিনীর কথা ভুলতে পারছো না। ও সব আলোচনা না করাই শ্রেয়ঃ—বুঝলে অতসী!

অতসী। আবার লোকে নাকি কানাঘুষো ক'রছে, যে আপনি আর স্মৃতিভূষণ মশাই এরমধ্যে—

কেবল। রাধারমণ—রাধারমণ—মহাভারত। কতকগুলো চেংড়া ছোঁড়া এই কথাগুলো আমাদের অসাক্ষাতে রটাচ্ছে বৈত নয়? তুমি যদি এই সব কথায় আস্থা কর, তাহ'লে আমাদের আর দুঃখের সীমা পরিসীমা থাকবে না—বুঝলে অতসী?

অতসী। এখন' পর্য্যন্ত যখন কোনও প্রমাণ পাওয়া গেল না তখন কি ক'রে আস্থা করি—কি করেই বা বলি বলুন।

কেবল। এই বোঝ। ভাগ্যিস্ আমি এসে পড়লাম, তাইতো তোমার একটী মস্ত বড় ভুল ভাঙ্গলো। আজ সারাদিন গ্রামের কিসে হিত হয়—ধর্ম্ম যাতে একেবারে ঐ ছোঁড়াদের হাতে প'ড়ে গোল্লায় না যায়—এই সব ভেবে, ভেবে দেহ মন দুইই অবসন্ন হ'য়ে প'ড়লো। তাই ভাবলুম যাই একবার অতসীর বাড়ীর দিকে—

অতসী। কেন আমার কাছে আবার কেন?

কেবল। তোমার সঙ্গে দুটো কথা কইতে, তোমার দুটো গান শুনতে। দেখ তোমার গান বড় মধুর—

অতসী। তা কাউকে দিয়ে আমায় ডাকালেই হোত'। কষ্ট করে মিছেমিছি এতটা এলেন কেন?

কেবল। এ আর কষ্ট কি? এমন কষ্ট, আমি কষ্ট ব'লেই মনে করি না।

অতসী। তা নয় নাই ক'রলেন—তাতে যে আমারও লাভ ছিল। "জয় হোক ব'লে হাজির হ'লে মুষ্টিভিক্ষা তো জুটতো—?

কেবল। ভিক্ষা ? ভিক্ষার কথা ব'লছো ? হেঃ হেঃ—তা তুমি ঠকবে না অতসী, এই নাও—একটা টাকা নাও। কেমন এইবার হ'লো তো ? আমি তোমায় দিচ্ছি—

অতসী। একটা গান শুনতে এসে, একটা টাকা দিলেন, তাও একেবারে অগ্রিম। আপনার কাছে আমার গানের আদর এতো বেড়ে গেছে চক্কোত্তি মশাই, যাক, এখন শেষ রক্ষা হ'লেই মঙ্গল।

কেবল। অতসী তুমি বড় বুদ্ধিমতী। তা শেষ রক্ষা হবে বৈকি। এ কেবলরাম, বুঝেছ অতসী—এ কেবলরাম—

অতসী। বিলক্ষণ! আপনি আমার মত এক অসহায়া ভিখারিণীর উপরে কেন এতটা কৃপা ক'রছেন—তা কি আমার এখনও বুঝতে বাকি আছে ?

কেবল। বোঝ, অতসী বোঝ।

অতসী। বুঝি চক্কোত্তি মশাই, সব বুঝি। এই টাকাটা যে আজ কোন অমূল্য সম্পদের বিনিময় ইঙ্গিত ক'রে এসেছে, তাও বুঝি চক্কোত্তি মশাই। কিন্তু অনাহার অনশনই আমার স্বর্গসুখ, তার মাঝেও আমার প্রাণে শান্তি আছে। সেই পবিত্রতাটুকু আঁকড়ে আমি এই কুঁড়ের মাঝেই অট্টালিকার সুখ পাই। যদি না খেয়ে—এইখানে আমার তিলে তিলে শুকিয়ে ম'রতে হয়, তাও আমি ভগবানের আশীর্ব্বাদ ব'লে মনে কর্ব্বো—তবু জন্মাবার দিন যে পবিত্রতাটুকু ওপার থেকে সঙ্গে ক'রে এনেছি—ভবের হাটে সেই পুঁজি—

কেবল। এতো খুবই ভাল কথা অতসী।

অতসী। আর সুর পাল্‌টে লাভ কি? বিপদে প'ড়েছেন বলেই না কথাটা ঘুরিয়ে নেবার চেষ্টা ক'রছেন। কিন্তু যদি কোন রকমে আমার বাড়ীর বাইরে একবার গিয়ে প'ড়তে পারেন—স্মৃতিভূষণ মশায়ের সঙ্গে জুটে, বিরাট এক সভা সাজিয়ে ব'সবেন। যা তা একটা কিছু মনগড়া অপবাদ আমার মাথায় চাপিয়ে—ওকি পালাচ্ছেন কোথায়? (সহসা) নিয়ে যাও তোমার সর্ব্বনেশে টাকা। যত্ন ক'রে রেখে দিয়ো, যদি কখনও তোমার কোন কাজে লাগে। হারু,—পরেশ, নেপাল তোমরা কোথায় আছ, শিগ্‌গীর এসো—

হারু। (নেপথ্যে) কি, কি দিদি, কি হয়েছে?

অতসী। শিগ্‌গীর একবার এসো—

সকলে। (নেপথ্যে) যাচ্ছি দিদি—

কেবল। ও অতসী, তোর পায়ে পড়ি, আমায় যেতে দে। ব্যাটারা আমায় এখানে একা পেলে যে আর র'ক্ষে রাখবে না। ওদের বড় আক্রোশ, অতসী দয়া কর। লক্ষ্মী দিদিটী আমার—

অতসী। দিদি? দয়া? না, তোমায় দয়া করা মহাপাপ। দয়ালের মা যখন ম'রেছিল, সে সকাতরে তোমাদের দয়া ভিক্ষা ক'রেছিল, তোমরা তখন দয়া করেছিলে?

(নেপাল, পরেশ ও হারুর প্রবেশ)

হারু। কি হ'য়েছে দিদি—অমন চীৎকার ক'রে উঠলে কেন ?

অতসী। ঐ দেখ—

হারু। কে ? ওঃ আমাদের কেবল-ঠাকুর যে ? বাহনটা একা, না দেবতাটীও আছেন ! প্রণাম হই, তারপর কি মনে ক'রে ঠাকুর-মশাই।

নেপাল। ভর-সন্ধ্যা বেলায় কেন ?

কেবল। এই একাদশী ছাড়বে কি না—

হারু। তোমার অদৃষ্টে একাদশীর দশীটুকুও যে নেই। একেবারে ঘোর অমাবস্যা।

কেবল। যা তা বলছ যে, মনে ক'রেছ কি ?

হারু। ধর্তো পরেশ, ক্যাবলাটাকে। নেপাল, একগাছা দড়ি নিয়ে আয়, ওকে একেবারে—

কেবল। এর পরিণামটা ভাব, সমাজপতিদের সঙ্গে লাগা ?

হারু। ভারি আমার "সমাজপতি"। তোর ঐ পতপতে টিকি আজ কাটবো, তবে ছাড়বো।

(নেপাল একগাছা দড়ি আনিল এবং সকলে মিলিয়া কেবলরামকে বাঁধিতে লাগিল)

কেবল। ঘোরতর অরাজক। গ্রামে কি এমন কেউ নেই যে এই ষণ্ডাগুলোকে সায়েস্তা ক'রে দেয়।

(শেখরের প্রবেশ)

শেখর। কেন থাকবে না—একি, ব্যাপার কি ?

হারু। শেখরদা তুমি কোথা থেকে এলে ?

শেখর। আসতে আসতে এখানে তোমাদের চেঁচামেচি শুনে ঢুকে পড়লাম। দিদি, চক্কোত্তি-ঠাকুর যে তোমার বাড়ীতে—ব্যাপারটা কি ?

অতসী। তোমরা ভাই। তোমাদের আর কি ব'লবো ?

শেখর। থাক আর ব'লতে হবে না দিদি, বুঝেছি। স্মৃতিভূষণকে ডেকে দেখাতে হবে, যে সমাজপতিদের এসব কাণ্ডের কি প্রায়শ্চিত্ত বিধান করা যেতে পারে ? কোনও রকমে স্মৃতিভূষণকে ডেকে এনে এ অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখাতে পারলে হ'তো। বাঁধ্ ওটাকে এই গাছের গুঁড়িতে।

কেবল। এ কিন্তু পীড়ন করা হবে শেখর।

হারু। তাইতো স্মৃতিভূষণকে এখানে কি ক'রে আনা যায় ?

নেপাল। আমরা গেলে সে আমাদের সঙ্গে কিছুতেই আসবে না। দিদি তুমি—

শেখর। ছিঃ নেপাল—

অতসী। না শেখর, তাঁকে দেখাতেই হবে। আমি ভিখারী, আমার আবার মান অপমান কি ? আমি ডেকে নিয়ে আসছি—

[প্রস্থান।

শেখর। কি চক্কোত্তি রজনীগন্ধা কোথায় ?

কেবল। হঃ আমি কেমন ক'রে জানবো।

শেখর। আচ্ছা জান' কি না দেখছি।

হারু। শেখরদা কতদূর হ'লো ?

শেখর। হ'য়েছে—সংবাদ পেয়েছি। কি চক্কোত্তি চম্‌কে উঠলে যে ?

কেবল। চমকালুম আবার দেখলে কোথায় ?

নেপাল। আমার হাতের এই দড়িটা দিয়ে, ইচ্ছে হ'চ্ছে চক্কোত্তির গলায় একটা ফাঁস লাগিয়ে দিয়ে—ঐ গাছটায় লটকে দি—

কেবল। একি মগের-মুলুক—যে লটকে দিলেই হবে ?

শেখর। মগের-মুলুক নয় তা জানি, তবে তোমরাই তো এটা মগের-মুলুক ক'রে তুলেছ।

পরেশ। শেখরদা রজনীকে ফিরিয়ে এনেছ ?

শেখর। না পরেশ পারিনি।

নেপাল। সে কি ?

শেখর। যে সঙ্কল্প নিয়ে সপ্তগ্রামের দিকে যাত্রা ক'রে-ছিলাম, পথেই সে সঙ্কল্প ওলট পালট হ'য়ে গেছে।

হারু। ব্রাহ্মণের শপথ—আমাদের মুখ রক্ষা হবে কেমন ক'রে ?

শেখর। হবে। সে ভাবনা ক'রো না—

নেপাল। শেখরদা তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না ?

শেখর। যতক্ষণ না সময় আসে ততক্ষণ বুঝতেও পারবে না।

পরেশ। তবু ?

শেখর। দরকার কি ভাই ? সব ভয় ভাবনা যেমন বরাবর আমার ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক', এবারেও তাই কর'। দেখে যাও, হেরম্বনাথের কাতর আহ্বানে নিদ্রিত নারায়ণের ঘুম ভাঙ্গে কি না। হারু ভগবানে তোর বিশ্বাস আছে ?

হারু। আছে।

শেখর। আচ্ছা শক্তির ওপর বিশ্বাস আছে ?

হারু। শক্তি প্রত্যক্ষ সত্য। তার উপর বিশ্বাস তো থাকবেই।

শেখর। তবে নিশ্চিন্ত হও। রজনী ফিরবেই। হয় সে হেরম্বনাথের ভক্তির টানে, নয় শেখরের শক্তির জোরে। ওদিকে আছেন ভক্ত আর ভগবান। আর এ দিকে আছে বজ্রের শক্তি বুকে ক'রে তরুণের দল। এ মহাসম্মেলনের কাছে কোন চক্রান্তই টিকতে পারে না।

হারু। তবে চক্রান্ত।

শেখর। হাঁ চক্রান্ত। আর সে চক্রান্তে বোধ হয় ঐ উনিও—

কেবল। মিথ্যা কথা—

শেখর। ঐ স্মৃতিভূষণ আসছেন। দিদির সঙ্গে খুব হাসতে হাসতে আসছেন। ওরে নেপাল. তোর চাদরখানা দিয়ে চক্কোত্তির মুখটা বেশ ক'রে বেঁধে ফেল, যাতে আর চেঁচাতে না পারে। এইবার আমার চাদরখানা দিয়ে আগা গোড়া ঢেকে দে। (নেপাল শেখরের আদেশমত কার্য্য করিল) ব্যস্। একটু আড়াল হ'য়ে থাক। সবাই প্রস্তুত থেকো, যখন যা বলি মুহূর্ত্তের মধ্যে তা ক'রে ফেলতে হবে। চুপ! এসে প'ড়েছে।

(শেখর প্রভৃতির অন্তরালে গমন)

(স্মৃতিভূষণ ও অতসীর প্রবেশ)

স্মৃতি। ছোঁড়ারা সব দিদি, দিদি বলে ব'লেই বুঝি মনে ক'রেছ, ওরা তোমায় খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করে? প্রকৃতপক্ষে তা নয়। ওসব মুখের কথা। তা যাক্ সে কথা, বাউলের কোন সংবাদ পেয়েছ?

অতসী। কোথা থেকে পাব, আর কেই বা দেবে?

স্মৃতি। ওখানে ওটা কাপড়ে জড়ানো কি রয়েছে?

অতসী। তা তো বল্‌তে পারি না। দেখুন স্মৃতিভূষণ মশাই, আপনাদের চক্কোত্তি মশায়ের মতলব আমার মোটেই ভাল ব'লে মনে হ'চ্ছে না। আমি গরীব দুঃখী লোক ব'লে কি আমার উপর কু-নজর দিতে হবে?

স্মৃতি। তাই নাকি—বটে?

অতসি। আপনি গ্রামে থাকতে—

স্মৃতি। তাই তো—লোকটা তো বড় হয়ে দেখছি। আচ্ছা আমি ওকে খুব ভালমত শিক্ষা দিয়ে দেব। সে কি জানে না, আমি তোমাকে কতটা প্রীতির চ'ক্ষে দেখে থাকি। তোমার উপর কু-নজর দেওয়া? তার ঘাড়ে কটা মাথা হ'য়েছে? আমি কাল সকালেই তার বাড়ী গিয়ে—

(শেখর প্রভৃতির প্রবেশ)

শেখর। প্রণাম হই। কাল সকাল পর্য্যন্ত গিয়ে আর দরকার নেই। এখুনি সে ব্যবস্থা কর্‌লে ভাল হয়? ওরে ওটার বাঁধন খুলে ফেল। ঐ দেখুন তিনি এইখানেই আছেন।

(নেপাল কেবলরামকে মুক্ত করিল)

স্মৃতি। এতো দেখছি তোমাদের কারসাজী।

শেখর। এর কি বিধান দিতে চান আগে বলুন?

স্মৃতি। বিধান আবার কি?

শেখর। কেন দয়ালহরির বেলায় বিধান দিয়েছেন। হেরম্বনাথের বেলায় বিধান দিয়েছেন। বেণের ছেলেকে ব্রাহ্মণের মেয়ে বিবাহ করবার বেলায় বিধান দিয়েছেন। এর বেলা যদি বিধান না দেন, তাহ'লে যে আপনার অপকীর্ত্তি থেকে যাবে। ওরে ওটাকে এবার ওখান থেকে স্মৃতিভূষণ-ঠাকুরের কাছে নিয়ে আয়—মুখের বাঁধন খুলে দে।

(হারু শেখরের আদেশ পালন করিল)

স্মৃতি। এটা কিন্তু তোমার বড় গর্হিত কাজ হ'য়েছে চক্কোত্তি!

কেবল। গর্হিত হ'য়েছে ?

হারু। তা'হলে আপনি স্বীকার করছেন যে এটা গর্হিত কাজ। ব্যস্, বিধান যখন হ'য়ে গেছে, তখন তো কোনও কথাই নেই। চক্কোত্তিকে দেখে নিচ্ছি—

কেবল। যথেষ্ট তো হ'য়েই গেছে, আর কি দেখবে--

শেখর। রজনীগন্ধার কৃত কর্ম্মের জন্য যখন হেরম্ব-ঠাকুরকে দায়ী করা হ'য়েছিল। তোমার এই কর্ম্মের জন্য স্মৃতিভূষণ মশাই দায়ী হবেন কিনা—জানতে চাই ? উনি যদি দায়ী হন তাহ'লে আর তোমাকে পীড়ন ক'রতে চাই না।

কেবল। ওঁর তো দায়ী হওয়া উচিত।

স্মৃতি। তোমার এই সব কুকার্য্যের জন্য আমায় দায়ী হ'তে হবে ?

কেবল। হওয়া তো উচিত। আমার ওপর ছোঁড়ারা পীড়ন ক'রবে তাব'লে।

স্মৃতি। উপায় কি আছে, নিজের কৃতকর্ম্মের ফল ভুগতে হবেই।

কেবল। সেই জন্য তো আপনারই দায়ী হওয়া উচিত। আপনি আমায় এখানে পাঠালেন আর ধরা প'ড়ে যাওয়ায় দায়ী হব আমি ?

স্মৃতি। চক্কোত্তি, দেখ অমন মিথ্যে কথা ব'লো না—

শেখর। চুপ। উনি তোমায় পাঠিয়েছেন, কেমন—

কেবল। হাঁ উনিই তো আমায় ব'ললেন—"অতসী বেশ গায়—চেহারাটাও বেশ, তুমি একবার দেখ। টাকার জন্য আটকাবে না।"

স্মৃতি। আমি বলেছি? মিথ্যা কথা।

কেবল। মিথ্যা কথা? আপনি আমায় পাঠান নি? শেখর আমায় তোমরা যা খুসি শাস্তি দাও। দোষ যখন আমি ক'রেছি, ধরা যখন আমি প'ড়েছি, শাস্তির জন্য আর ভয় করি না। কিন্তু—তবু বলছি, আজকের এ ব্যাপারের জন্য আমি মোটেই দায়ী নই। দায়ী উনি—ঐ স্মৃতিভূষণ মশাই।

শেখর। স্মৃতিভূষণ, স্মৃতিভূষণ! না ধর্ স্মৃতিভূষণকে। বারবার তোমার অত্যাচার অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু এবার একেবারে সব চরমে গিয়ে পৌঁছেছে। রজনীর অপহরণের আর কোনও কথা আমার অগোচর নেই। তোমাকে মেরে যদি আমায় শূলে যেতে হয় সেও ভাল, তবু আজকে তোমায় ঐ গাছে লট্‌কে দিয়ে ত্রিবেণীর একটা মস্ত বড় অভিশাপকে—সমাজের একটা মস্ত বড় শত্রুকে—

স্মৃতি। শেখর—

শেখর। আর শেখর—শেখর নয়। শেখরের আজ সংযমের বাঁধ ভেঙ্গেছে। পাষণ্ড। মায়ের জাতির উপর—না তোর নিস্তার নেই। যাও চক্কোত্তি তুমি যেখানে ইচ্ছা

যেতে পার, সত্য কথা বলার জন্য আজ তোমায় আমি ছেড়ে দিলাম।

(কেবলরাম দৌড়াইয়া প্রস্থান করিল)

(পঞ্চাননের প্রবেশ)

শেখর। ওরে দে, স্মৃতিভূষণটাকে লট্‌কে ঐ গাছে।

অতসী। কি কর শেখর ব্রহ্মহত্যা ক'রো না—

শেখর। না দিদি—হোক ব্রহ্মহত্যা। নারীত্বের অবমাননার চেয়ে তা অনেক ভালো।

পঞ্চা। শেখরদা—

শেখর। না পাঁচু আমি শুনতে চাইনা। নেপাল, হারু দাঁড়িয়ে আছ কেন? আমি শেখর, আমি বলছি—স্মৃতিভূষণকে—

পঞ্চা। কিন্তু শেখরদা—

অতসী। শেখর শোন—

শেখর। শোনবার সময় নেই—দাও স্মৃতিভূষণকে গাছে লট্‌কে। যারা ভণ্ডামির মুখোস প'রে মানবতায়—অভিশাপ আনছে, হিন্দু সমাজকে—না শুনবোনা দাও লটকে।

পঞ্চা। শেখরদা—শেখরদা—ও যে আমার—আমার বাবা।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সপ্তগ্রাম। কুবলয়ের উদ্যান-বাটীকা। কাল—গভীর রাত্রি।

কুবলয়।

কুবলয়। গভীর নিস্তব্ধ রাত্রি। সবাই নিদ্রার কোলে মাথা রেখে শ্রান্তি দূর ক'রছে—কিন্তু আমার চোখে নিদ্রা কই? চিন্তার পর চিন্তা এসে, আমার মনকে কিছুতে স্থির হ'তে দিচ্ছে না। রজনী কেমন ঘুমুচ্ছে—আর আমি? আমি যে চোর—দেবমন্দির হ'তে দেবদাসীকে অপহরণ ক'রে এনেছি। এ শাস্তি আমার পাপের তুলনায় তো কিছুই নয়! তবু—শোন নিদ্রিতা দেবী, আমি তোমার ভবিষ্যৎ দুঃখ দুর্দ্দশার কারণ হ'লেও আমি তোমায় ভালবাসি—দেহের প্রতি বিন্দু শোণিত দিয়ে...একি—এ আমি কি ক'রছি! নিস্তব্ধ রাত্রে, এক কুমারীর শয়ন কক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে—প্রলাপ বক্‌ছি। যাই যদি রজনী জাগ্রতা হয়—যদি আমাকে এ অবস্থায় দেখে—তাহ'লে কি ভাববে?

[প্রস্থান।

(বহুদূর হইতে বাউলের গীতের সুর ভাসিয়া আসিতেছিল—সহসা কক্ষাভ্যন্তর হইতে রজনী চিৎকার করিয়া উঠিল)।

রজনী। রাধারমণ—রাধারমণ—রাধারমণ। (বারান্দায় আসিল) কই—কই তুমি রাধারমণ! কোথাও তো নেই! এতো কুবলয়ের বাড়ী। তাইতো রাধারমণ ঠিকই ব'লেছেন, "রজনী ত্রিবেণীতে ফিরে চল, পথের কথা ভাবিস নি, পথ পাবি।" আমার রাধারমণ নাকি দু'দিন উপোষি—তাঁব নাকি ভারি কষ্ট হ'চ্ছে, কিন্তু কেমন ক'রে যাব, কে আমায় নিয়ে যাবে।

(দূরে বাউল গাহিতেছিল)

গীত।

আয়রে ফিরে ঘরে।
বাপটা যে তোর ভেবেই সার,
অন্ধ হ'ল মা জননী, কেঁদে যে তোর তরে॥

রজনী। কে অন্ধ হ'ল? কে ভেবে ভেবে সারা হ'ল? আমার রাধারমণ?

(বাউলের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

গীত

তমাল বনের ফাঁকে ফাঁকে,
সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে আসে ধীরে॥

রজনী। কি বলছ বাউলদা। তুমি অন্ধ? পথে বিপদ? তবে কি হবে, ঠাকুর, (কাঁদিয়া ফেলিল) তবে এত কাল তোমরা যা আমায় শিখিয়েছ সব মিছে কথা—

বাউল। কি? কি মিছে কথা রজনী?

রজনী। বল সব মিছে কথা—মন-গড়া কথা। বল তোমায় যে বাউল করেছে সে মিছে, বল আমার রাধারমণ, বল সে মিছে।

বাউল। কেন, তিনি মিছে হবেন কেন?

রজনী। তিনিই না অন্ধকারের মাঝখান দিয়ে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেন, তিনিই না আমাদের পথের বিপদ দূর করেন, তবে? বাউলদা তবে?

বাউল। সত্যি তাই।

রজনী। পথ চলার ভার আমাদের, আর আলো দেখাবার ভার তো তাঁর—চলতে সুরু ক'রেই দেখা যাক না, তিনি কি করেন

বাউল। বেশ! পরীক্ষা ক'রছ দয়াময়? আমার স্কন্ধে এই গুরুভার চাপিয়ে আমায় তুমি ঠকাবে কেমন ক'রে? এযে তোমার কাজ। তোমার ভক্তের বাণী সফল ক'রতে—আমার অন্ধ চোখ দুটো প্রভু, দাও—তোমার তীব্র মধুর আলোয় উজ্জ্বল ক'রে দাও। সেই আলোক তরঙ্গে ভাষতে ভাষতে, তোমার দেবদাসীকে তোমার মন্দিরে নিয়ে যাওয়ার সৌভাগ্য লাভ ক'রে ধন্য হই।

(কুবলয়ের প্রবেশ)

কুবলয়। একি? রজনী তুমি রাস্তায় কেন? তোমার সঙ্গে, কে উনি?

রজনী। উনি আমাদের ত্রিবেণীর বাউলদা, ওর সঙ্গে আমি ত্রিবেণী চল্লুম। রাধারমণ এসেছিলেন, আমায় ডেকে গেছেন—এখুনি যেতে ব'লেছেন।

কুবলয়। সকাল হোক, যাবার ব্যবস্থা ক'রবো।

রজনী। সকালের এখনও অনেক দেরী,—ততক্ষণ দেরী কর্ত্তে পার্ব্বনা।

কুবলয়। রজনী আকাশের দিকে দেখ—হয় ত এখনি ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হবে—

রজনী। আর বাধা দিও না কুবলয়—আমার রাধারমণ উপোষি!

কুবলয়। রজনী? প্রভাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করো।

রজনী। কুবলয়? তুমি আর এসে আমার রাধারমণকে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ো না।

(বাউল ও রজনীগন্ধার প্রস্থান)

কুবলয়। না রজনীকে এ রকম অবস্থায় কিছুতেই ছেড়ে দেব না—কি করি? এদিকে শেখরদার কাছে যে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, না আমিও যাব!

দ্বিতীয় দৃশ্য

কাল প্রভাত। মন্দির সংলগ্ন বন পথ—

রাখালগণের গীত।

(গীত)

ওগো মা নন্দরাণী।
ঐ দেখ আসছে ফিরে নীলমণি—
তোর নয়ন মণি ॥
থেক' না আর বিরস মুখে, কানায় কানায় অশ্রু চোখে,
এগিয়ে চল, ক'রতে বরণ, ঐ শোন তার বাঁশীর ধ্বনি ॥
বেণু বনের প্রতি পাতায়,
লাগল দোলা সেই বারতায়;
আকাশ বাতাস পাগল হ'ল, শুনে মোহন বাঁশীর ধ্বনি ॥

(পঞ্চাননের প্রবেশ)

১ম বালক। আজ পাঁচু কাকা যাই বলুক না কেন ভাই। মন্দিরে আজ ঢুকবোই ঢুকবো—চল বড় দেরী হ'য়ে গিয়েছে আজ।

পাঁচু। মন্দিরে আজ ঢুকতে দেওয়া হবে না।

২য় বালক। বাঃ আজও বুঝি আমাদের যেতে দেবে না। আজ আমরা ঠাকুর দেখতে যাবই—। দেখি তুমি কেমন ক'রে আমাদের রাখ্‌তে পারো।

পাঁচু। এই সারলে রে ঘোড়ারডিম রাখাল ছোঁড়ারা, আজ দেখছি জোট পাকিয়ে এসেছে। আজ ঘোড়ারডিম

এদের সামলানো দায় হবে দেখছি। ওরে তোরা ঘোড়ার-ডিম আজকের দিনটাও রেহাই দে বাবারা, আজও নয়। শেখরদার হুকুম নেই' রে, হুকুম নেই। যা নিজের কাজে যা—ঘোড়ারডিম দেরী হ'চ্ছে।

৩য় বালক। বারে রোজ রোজ আমরা ঠাকুর দেখে তবে গরু চরাতে যাই। আজ আমরা আর কিছুতেই শুনছি না—ঠাকুর দেখবোই।

পাঁচু। আজও নয় ঘোড়ারডিম মন্দির দেখেই যা না। ফিরে এসে ঠাকুর দেখিস্।

১ম বালক। না আমরা আজ ঠাকুর দেখবোই—আমরা মন্দিরের ভেতরে যাবই—রোজ রোজ ঐ এক কথা, আজ আমরা শুনছি না।

পাঁচু। এই রে বাবা, এরা যে ঘোড়ারডিম বেজায় ছেঁকে ধরল, এযে ঘোড়ারডিম ঠেকান ক্রমে দায় হ'য়ে উঠ্‌ছে ?

(গ্রামবাসিগণের প্রবেশ)

৩য় বালক। আমরা ঢুকবোই পাঁচুকাকা, কারো হুকুম শুনবো না।

২য় বালক। ঐ যে দয়াল কাকা আসছে—দয়াল কাকা আসছে।

(দয়ালের প্রবেশ)

দয়াল। এই যে পাঁচু, এই যে পরেশ। হাঁ হে রাধা-রমণ বিগ্রহের নাকি দুইচোখে অজস্র ধারা ব'ইছে শুনছি।

এখুনি এর একটা ব্যবস্থা করা উচিত। এতে ত্রিবেণীর অকল্যাণ হবে যে। আর—হাঁ, রজনীর কোন খবর পাওয়া গেল পরেশ।

পরেশ। না দয়ালদা কোন খবর এখনও তো পাওয়া যায় নি—(পরেশ দয়ালের কানে কানে কি কহিল)

২য় বালক। দেখ দয়াল কাকা, আমরা গরু চড়াতে যাব। সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি, তা আমাদের কিছুতেই ঠাকুর প্রণাম ক'রতে দেবে না।

দয়াল। লক্ষ্মী বাবারা ; গোলমাল ক'রো না। তোমরা ঐ গাছ তলায় একটু চুপ ক'রে ব'সে থাক গে, সময় হ'লেই মন্দিরে ঢুকে ঠাকুর প্রণাম ক'রে এস।—

১ম বালক। আমাদের কি ? থাক্‌ছি গাছতলায় ব'সে থাক তোমাদের গরুগুলো উপোষি,—খুব দুধ খেও তখন—

৩য় বালক। দয়াল কাকা বলছে—ওরে চ' চ'। ঐ গাছতলায় গিয়ে বসি।

[রাখালগণের প্রস্থান।

(**পার্ব্বতী-ঠাকরুণ ও অতসীর প্রবেশ**)

পার্ব্বতী। সৎকার্য্যের সহায় ভগবান। শেখর নিজেই এসে গেল। কিন্তু শেখরকে রজনীর কথা জিজ্ঞাসা করাতে, সে হাঁ বা হুঁ কিছুই ক'রলো না। হাঁ রে অতসী কাল নাকি ছোঁড়ারা তোর বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে স্মৃতিভূষণকে

একেবারে যা ইচ্ছে তাই অপমান ক'রেছে? এতেও কি ওদের আক্কেল হবে?

অতসী। ওকি পাঁচু মুখ নীচু ক'রে কেন রে?

পাঁচু। বাবা কি তোমার কাছে মুখ দেখাবার যো রেখেছেন যে—ঘোড়ারডিম দেখাব?

অতসী। তাতে তোর কি পাঁচু? তুই আমার ভাই। তোর বাপ কি আমার বাপ নয়? বুদ্ধির দোষে—গ্রহের ফেরে, অনেক সময় অনেকে অনেক কাজ ক'রে বসে। তাতে তোর মুখ লুকোবার কি হ'ল? সে কারণের জন্যে তুইও দায়ী নোস্—আমিও দায়ী নই ভাই।

পার্ব্বতী। পাঁচু—তার চেয়ে তোমার বাবার মতি গতি যাতে ফেরে তার চেষ্টা করো।

পাঁচু। তাকি ঘোড়ারডিম হবে?

পার্ব্বতী। কেন হবে না, চেষ্টায় কি না হয়? ছিঃ পাঁচু ও কথা মনের কোণেও স্থান দিস্ নি—

(**শেখরের প্রবেশ**)

শেখর। যা পাঁচু আমি মন্দিরে আছি, তুই এবার বাড়ী যা।

পাঁচু। কাল রাত্রের ব্যাপারটা যে ঘোড়ারডিম আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না শেখরদা।

শেখর। আমায় ক্ষমা কর্ পাঁচু, ক্ষমা কর্। কাল রাগে জ্ঞান হারিয়েছিলাম। কিন্তু পাঁচু সহজে আমার রাগ

হয়নি, আমার রাগ হবার অনেক কারণ ছিল। যা ভাই বাড়ী যা, একবার বাড়ী হ'য়ে আয়। তবু দাঁড়িয়ে রইলি? পাগলামো করিস নে ভাই, যা।

অতসী। যাও ভাই বাড়ী যাও—

পাঁচু। বাড়ী যেতে আর মন স'রছে না দিদি।

শেখর। ছিঃ পাঁচু—কথা শোন।

পাঁচু। আচ্ছা শেখরদা তুমি বলছো, দিদিও ঘোড়ার-ডিম তাই। বেশ আমি বাড়ীই যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

শেখর। দিদি তুমিও বাড়ী যাও—

পার্ব্বতী। একবার স্মৃতিভূষণের কাছে অতসী যাক—স্মৃতিভূষণকে দিয়ে যদি হেরম্বনাথকে অনুরোধ করানো যায়।

শেখর। তোমরা স্থির হও, রজনী ফিরবে।

পার্ব্বতী। যাক তোমার কথায় দরকার নেই। বামুনের যা অবস্থা স্বচক্ষে দেখে এলাম—তোমার রজনী ফিরবার দেরীও সইবে না। বামুন যেন কাঠ হ'য়ে ব'সে আছে। কখন যে ব্রহ্মহত্যা হয় তার ঠিক নেই। না অতসী তুই সব ভুলে যা মা, তুই একবার স্মৃতিভূষণের কাছে যা—কারোর কথা শুনিস্ নি। গাঁ শুদ্ধ লোককে ব্রহ্মহত্যার পাতক থেকে রক্ষা ক'র। তোর মহাপুণ্য হবে।

শেখর। পার্ব্বতী ঠাকরুণ যা বলছেন তাই কর দিদি, ওঁর কথার ওপর আর আমার কিছু বলবার নেই।

[প্রস্থান।

অতসী। তাই ক'রবো মা। তোমার কথা মতই কাজ ক'রবো আমার আবার মান অপমান কি?

পার্ব্বতী। তবে আমার সঙ্গে চল, আমার বাড়ী হ'য়েই যাবি খ'ন।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্মৃতিভূষণের বাটী।

স্মৃতিভুষণ ও পঞ্চানন।

পঞ্চানন। বলছি ঠিক কথা। এর চেয়ে সত্যি কথা আর হ'তে পারে না, বাপের পাপে ছেলেকেও ভুগ্‌তে হয়। এই যে গাঁ শুদ্ধ লোক মিলে তোমায় দিন রাত্তির গাল পাড়ছে, শাপ-মন্যি দিচ্ছে, এসব কি বৃথা যাবে ভাবছো? ভুলেও মনে ক'রো না। সব ফলবে।

স্মৃতি। ওরে থাম, একটু চুপ কর। ভাবতে দে।

পঞ্চানন। আমার মনে হয়, তোমার ঘরে না জন্মে, যদি চাঁড়ালদের ঘরে জন্মাতেম, তাও আমার ভাল ছিল। আর যদি বা জন্মালেম, তবে কেন কাণা হইনি, কালা হইনি, বোবা হইনি।

স্মৃতি। পাঁচু—পাঁচু ওরে থাম—ওরে চুপ কর।

পঞ্চানন। কাণা হ'লে এসব জঘন্য কাণ্ড চোখে দেখতে হ'ত না? কালা হ'লে এসব কলঙ্কের কথা কাণে শুনতে হ'ত না? বোবা হ'য়ে জন্মালে—

স্মৃতি। পাঁচু—পাঁচু—ওরে—ওরে—

পঞ্চানন। আমার সাধ্বী মা ম'রে এ যন্ত্রণার হাত এড়িয়েছেন। কই আমার তো মরণ হয় না? এত লোক যে বছর বছর মার অনুগ্রহে আর ওলার দয়ায় ভব যন্ত্রণার এড়াচ্ছে, কই আমার তো মরণ হয় না? সেদিন যখন তুমি আমার মাথায় লাঠি মেরেছিলে তখনও যদি আমার মরণ হ'ত। (কাঁদিয়া ফেলিল)

স্মৃতি। কাঁদিস্ নি চোখ মোছ পাঁচু। ছিঃ চোখ মোছ।

পঞ্চানন। এই যদি তোমার ঐ গাদা গাদা বই পড়ে পণ্ডিত হবার ফল হয়। তাহ'লে আমি জন্ম জন্মান্তরেও পণ্ডিত হ'তে চাই না। মুখ্যু আছি, বেশ আছি। বাবা বাবা তুমি কি? না, আমি যাই। আমি থাকতে পারছিনা—থাকতে পারছিনা।

স্মৃতি। কোথায় চল্লি ?

পঞ্চানন। চুলোয়, আবার কোথায় যাব—আমার আবার কোথায় জায়গা হবে ?

স্মৃতি। তবু বল্ না—বল্ না পাঁচু কোথায় চল্‌লি—কাল থেকে জল পর্য্যন্ত—ওরে কোথায় যাস ?

পঞ্চানন। শ্মশানে। শ্মশানে গিয়ে, মাকে যেখানে পুড়িয়েছিলে, সেখানে ব'সে একটু কাঁদিগে। মায়ের চিতায় মাথা ঠেকিয়ে, দু'চক্ষের জলে বুক ভাসিয়ে, সেই স্নেহময়ীকে জানাই গিয়ে, যে আর সহ্য ক'রতে পারছি না মা—তোমার কোলের ছেলেকে শীগ্‌গির করে কোলে টেনে নাও—

স্মৃতি। থাক আর দরকার নেই পাঁচু, আমার যথেষ্ট হ'য়েছে আর নয়। অনেক জ্বলেছে—অনেক যাতনা পেয়েছিল সে, এখন শান্তির কোলে মাথা রেখে একটু জুড়িয়েছে। আর তাকে—তার নরাধম স্বামীর—ওরে না না পাঁচু আর তাকে জ্বালাস্‌নি। কাল থেকে উপোষ ক'রে আছিস্, দুটো কিছু মুখে দে বাবা।

পঞ্চানন। দরকার নেই—

স্মৃতি। পাঁচু, ওরে আমি ক্রমশঃ বুঝতে পারছি। ওরে আমি বলছি, তুই ছেলে, তোর কাছে শপথ ক'রছি—আমি আজ থেকে নূতন মানুষ হবো।

পঞ্চানন। বাবা, বাবা।

(পদতলে পতন)

স্মৃতি। (পাঁচুকে বক্ষে ধারণ করিয়া) পাঁচু—পাঁচু—পাঁচু আমায় ক্ষমা কর বাবা, ক্ষমা কর। তোর মা ঐ স্বর্গ থেকে এ দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে। ঠিক আমারই মত সেই সতী সাধ্বীর চোখ দু'টো জলে ভ'রে এসেছে। ওরে ওরে তার মুখখানি মনে ক'রে আমায় ক্ষমা কর—তাকে আর চোখের জল ফেলতে দিস্‌নে।

পঞ্চানন। আচ্ছা তাই হ'ল—আর আমার কোন দুঃখ নেই—

[প্রস্থান।

স্মৃতি। কি হ'ল? এতদিন ধরে শ্রুতি, স্মৃতি, কাব্য, অলঙ্কার, এসব চর্চ্চা ক'রে কি হ'ল? এরা তো আমায় জ্ঞানের কোনও সন্ধান দিতে পারেনি। তা যদি হ'ত, তাহ'লে আজকের এই অন্ধকার কি চোখের ওপর এমনি বিভীষিকার সৃষ্টি করে? (সহসা) সেদিন কেন এল না? যেদিন বাপের হাতের লাঠি ছেলের মাথায় প'ড়ল—যেদিন ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত নেমে এসে, ছেলেটার বুক মুখ রাঙ্গা ক'রে দিয়েছিল, তার এক মুহূর্ত্ত আগে যদি—

(দয়ালের প্রবেশ)

দয়াল। পণ্ডিত মশাই, পণ্ডিত মশাই। দেবদাসী তো কই এখনো ফিরে এল না? আপনি দয়া ক'রে একবার মন্দিরে চলুন।

স্মৃতি। কোথায় সে জ্ঞান? কোথায় সে পথের সন্ধান? সে সত্যের জ্যোতি কই?

দয়াল। একি ভাব? পণ্ডিত মশাই—স্মৃতিভূষণ মশাই?

স্মৃতি। কে? ওঃ দয়াল তুমি? আচ্ছা দয়াল, এ গুলো—এ গুলো কি বল্‌তে পার?

দয়াল। কেন শাস্ত্রগ্রন্থ—জ্ঞানের আকর।

স্মৃতি। জ্ঞানের আকর? মিথ্যা কথা—মিথ্যা কথা দয়াল, একেবারে মিথ্যা কথা। এরা আমার ঘুমন্ত অহমি-কাকে জাগিয়েছে—আমায় ক্ষেপিয়ে দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। আর দেরী নয়—আজই! "শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি।" (গ্রন্থগুলি নামাবলীতে বাঁধিয়া তুলিয়া লইয়া অগ্রসর হইলেন)।

দয়াল। ওকি পণ্ডিত মশাই, ওসব নিয়ে কোথায় চল্‌লেন?

স্মৃতি। গঙ্গায়। পতিতোদ্ধারিণীর চরণে পূর্ণাঞ্জলী দিতে। দেখবে এসো।

(অতসীর প্রবেশ)

অতসী। পণ্ডিত মশাই, পণ্ডিত মশাই, এখুনি একবার মন্দিরে চলুন।

স্মৃতি। দয়াল এসেছে, আবার তুমিও এসেছ অতসী?

অতসী। আমার সকল দোষ ক্ষমা করুন পণ্ডিত মশাই।

হেরম্বঠাকুরকে নিবৃত্ত করুন। আরতো কেউ পারবে না—আপনিই পারেন। আর কেউ তা পারছে না।

স্মৃতি। ঠিক, ঠিক বলেছ অতসী! আমিই পারি। যে দিন হেরম্বনাথ স্রোতের তৃণের মত ভাস্‌তে ভাসতে, এই ত্রিবেণীতে এসে উপস্থিত হয়, ঐ সেই বট গাছ—ওরই তলায় তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা, ঐখানেই সে দিন তার হাত দুটো ধ'রে আশ্বাস দিয়েছিলাম—"ভয় নেই ভাই আমি তোমার সাহায্য করবো"—দেখছো, বটগাছটা ঠিক তেমনই আছে—একটুও বদলায় নি, ঠিক তেমনই--ঠিক তেমনই।

দয়াল। আপনি আর দেরী ক'রবেন না পণ্ডিত মশাই, চলুন—

অতসী। চলুন স্মৃতিভূষণ মশাই—

স্মৃতি। না না আর স্মৃতিভূষণ নয়! আর স্মৃতিভূষণ নয়। স্মৃতি আর তার সেই সব ভূষণ, এইখানে দূর ক'রে দিয়ে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শশীশেখর আজ প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌তে চ'লেছে—আর তার অহমিকাকে জাগিয়োনা। আর তাকে সেই পুরাণো দিনের স্মৃতিভূষণ বলে ডেকো না। এস দয়াল—এস অতসী এস, এস তার প্রায়শ্চিত্ত দেখবে এস—ছুটে এস—

চতুর্থ দৃশ্য।

পথ

শেষ রাত্রি। ঝড়—আকাশ জুড়িয়া যেন প্রলয়ের মাতন চলিয়াছে—মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলোকে চোখ ঝলসাইয়া যাইতেছে। সেই গর্জ্জন স্বননের মধ্যে সেই ঘোর অন্ধকারের বুক চিরিয়া বাউল ও রজনীগন্ধা প্রান্তরের বুক বহিয়া ত্রিবেণীতে ফিরিতেছে······বাউল ও রজনীগন্ধা গাহিতেছিল। মাঝে মাঝে মেঘের গর্জ্জনে ও বিদ্যুতের তীব্র আলোকে রজনী চমকিয়া উঠিতেছিল—বাউল কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই গাহিয়া চলিয়াছে—সে যেন হিমাচলের মত স্থির, ধীর—

গীত—

মেরে আপনে কোই নেহি জোর—
মেরে আপনে কোই নেহি জোর।
যিধার লে যাতা হ্যায়, উধার ম্যাঁয় যাতাহুঁ,
দেখত' নেই কোই ওর— ॥
তু হ্যায় রথী, ম্যায় রথহুঁ তেরা
পথ ম্যাঁয়, হুঁ তু পান্থ মেরা
যন্ত্রহুঁ ম্যাঁয় তু যন্ত্র কারা
সৃষ্টি সব হ্যায় তোর ॥

পঞ্চম দৃশ্য।

রাধারমণের নাট মন্দির। কাল প্রভাত।

শেখর ও হেরম্বনাথ।

হেরম্ব। এস, এস দয়াল ঠাকুর। এস কাঙ্গালের সখা। ও কি? প্রভু তোমার মুখে মৃদু-হাসি ভাসছে—? তবে কি দয়াল, আমার ব্রত পালন সার্থক হবে? বড় কঠিন ব্রত গ্রহণ ক'রেছি—নিজের ভক্তি পরীক্ষা ক'রতে গিয়ে, তোমার মাহাত্ম্যকেও—সেও তো ঠাকুর তুমিই বলিয়েছো। আমি কে? তোমার ইচ্ছায় সমস্ত সৌরজগৎ চ'ল্‌ছে, তার মধ্যে আর আমি কতটুকু? প্রসন্ন হও দেবতা—প্রসন্ন হও।

(**পঞ্চাননের প্রবেশ**)

শেখর। কিরে দরজা ছেড়ে যে চ'লে এলি?

পঞ্চানন। আর তো ঘোড়ারডিম ঠেকিয়ে রাখা যায় না। সমস্ত ত্রিবেণীর লোক মন্দিরের দোরে এসে বেজায় হল্লা আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। পুঁচকে পুঁচকে ছেলে, সে গুলোও কি কম চেঁচায় নাকি? ব্যাটারা এক একটী যেন ক্ষুদে মেঘনাদ। সবার মুখে—ঐ এক কথা "মন্দিরে ঢুকবো"—

শেখর। তারপর—.

পঞ্চানন। আমার বাবা যে বাবা, তিনিও আসছেন। দয়াল দাদা, আর অতসী দিদি তাকে আনতে গেছে। লোকের কাকুতি মিনতি আর কত সহ্য হয় ব'লো? তুমি

হয়ত ব'লবে এটা আমার ঘোড়ারডিম মস্ত বড় দুর্ব্বলতা, কিন্তু আমি যে ঘোড়ারডিম নাচার শেখরদা।

শেখর। দে, সবাইকে আসতে দে পাঁচু। লোকের এতখানি আগ্রহ, এতখানি ব্যাকুলতা। দরকার নেই, আসতে দে। মনে ক'রেছিলাম বেশী লোক এলে এসময় হেরম্ব-ঠাকুরের ব্যাঘাত ঘটবে। কিন্তু যতটুকু ব্যাঘাত ঘটতে পারে। তা তারা বাইরে থেকেই ঘটাচ্ছে। যা—সবাইকে আসতে দে পাঁচু—

[প্রস্থান।

শেখর। এখনও তো রজনীর ফিরবার কোনও লক্ষণ দেখছি না। বাউলদার কথামত কাজ ক'রে দেখছি ভালো করিনি।

(স্মৃতিভুষণ ও পার্ব্বতীর প্রবেশ)

স্মৃতি। এই যে শেখর, শেখর আমায় ক্ষমা কর বাবা—

শেখর। অমন কথা ব'লে আমায় অপরাধী ক'রবেন না পণ্ডিত মশাই, আপনি আমার পিতৃস্থানীয়—পায়ের ধুলো দিন।

[প্রণাম।

স্মৃতি। হেরম্বনাথ আমায় ক্ষমা কর—আমায় ক্ষমা কর। আর আমায় ব্রহ্মহত্যার পাতকী ক'রো না। তুমি অন্ন-জল গ্রহণ কর, আমি গিয়ে রজনীকে ফিরিয়ে আনছি। শুধু যাবার আগে তোমায় অনশন থেকে নিবৃত্ত ক'রে যেতে চাই।

(গ্রামবাসিগণের প্রবেশ)

২য় গ্রাম। আমাদেরও বিনীত অনুরোধ দয়া ক'রে অন্ন-জল গ্রহণ করুন।

পার্ব্বতী। ঠাকুর তুমি এ কি ক'রতে ব'সেছো। কার উপর অভিমানে আমাদের সবাইকে পাপের ভাগী ক'রছো

হেরম্ব। রাধারমণ ছলনাময়! এখনও ছলনা প্রভু এতো আমার দর্প নয় দর্পহারী। এ যে তোমার মহিমার পরীক্ষা—

(দূরে রজনী ও বাউলের কণ্ঠ শোনা গেল তাহারা তন্ময় হইয়া গাহিতেছে)

মেরে আপনে কোই নেহি জোর।
যিধার লে যাতা হ্যায় উধার মাঁয় যাতাহুঁ
দেখত' নেই কোই ওর॥

(গীতের ধ্বনি ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে লাগিল। সমবেত জনতা উদগ্রীব হইয়া শুনিতে লাগিল…।)

শেখর। ঐ যে, বাউলদার কণ্ঠ নয়? সঙ্গে কে যেন গাইতে গাইতে আসছে না? দেখ্‌তো পাঁচু—রজনীর কণ্ঠস্বর ব'লেই যেন মনে হ'চ্ছে।

[পাঁচু পরেশ ও হারুর প্রস্থান।

হেরম্ব। ঠাকুর—ঠাকুর, যুগে, যুগে, ভক্তের মান রাখতে কত না কষ্ট ক'রেছ প্রভু। আজও কি তার ব্যতিক্রম হ'তে পারে? তাতো হ'তে পারে না।

(পাঁচু, পরেশ ও হারুর প্রবেশ)

পঞ্চানন। আসছে। ঘোড়ারডিম আর ইয়ে নেই। বাউলদার সঙ্গেই আসছে, কিন্তু বাউলদা রজনীকে পেলে কোথা? এ যেন এক ঘোড়ারডিম—

শেখর। বাউলদার সঙ্গে রজনী ফিরেছে? তাইতো, কিন্তু কৈ এখনও তো আমি প্রাণভরে ভক্তিকে শক্তির চেয়ে বড় ব'লে মনে ক'রতে পারছি না—সত্যিই কি শক্তি পরাভূত হ'ল?

(বাউল ও রজনীর প্রবেশ)

রজনী। রাধারমণ! রাধারমণ!!

হেরম্ব। ফিরে এসেছিস্ দেবদাসী, ফিরে এসেছিস্—? কেমন ক'রে কোন—প্রাণে, তোর রাধারমণকে ফেলে গিয়েছিলি মা?

রজনী। বাউল, কি ব'লবো ব'লে দাও না। আমি যে কথা কইতে পারছি না। একি মন্দিরে এত লোক কেন? সব্বাইকারই মুখ চোখ যেন কেমন হ'য়ে গেছে—যেন অবাক হ'য়ে আমায় দেখছে।

পার্ব্বতী। পাষাণী কেমন ক'রে আমাদের ভুলেছিলি? তুই চলে যাওয়ায়, যে ত্রিবেণী অন্ধকার হ'য়ে গিছলো। যা মা ঠাকুর আজ দু'দিনের উপর অন্ন-জল গ্রহণ করেনি, তুই ওকে হাত ধ'রে নিয়ে যা—কিছু খাওয়া মা—আর দেরী করিসনি।

রজনী। ঠাকুর! তুমি উপোষি আছ? তুমি বড় দুষ্ট হ'চ্ছ, চল আমার সঙ্গে ভেতরে—

হেরম্ব। চল্ মা—ঠাকুর! ঠাকুর!! আমার চোখ ঝাপসা হ'য়ে আস্ছে—পুলকে সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠছে! ঠাকুর তোমায় শেষটা আমার মত অধম সেবকের মান রাখতে, আমার প্রার্থনা পূর্ণ ক'রতে হ'ল। না প্রভু আর কিছুই তোমার কাছে চাইবো না—এই চাওয়ায় সাধটুকু আমার নষ্ট করে দাও—সকল অতৃপ্তি, সকল আকাঙ্খার পথ রোধ ক'রে তুমি এসে দাঁড়াও—আমার সকল চাওয়া, সকল পাওয়া তোমার চরণ পরশ পেয়ে পূর্ণ হ'য়ে উঠুক। কোথায় যেতে হবে—আমায় নিয়ে চল।

রজনী। ঐ যাঃ—তুমি একটু দাঁড়াও। আমি একটা কথা ব'লে আসি। (সোপান বহিয়া রাধারমণের দুয়ারে গিয়া কহিল) আমি এসেছি রাধারমণ। ঠাকুর উপোষ ক'রে আছেন, তুমিও উপোষ ক'রে আছ? তোমায় খেতে হ'বে, ঠাকুরকেও খেতে হবে। আমি সব ব্যবস্থা ক'রছি। (দূরে কুবলয় প্রবেশ করিল, শেখর তাহাকে আলিঙ্গন করিতেই তরুণের দলে এক সমারোহ পড়িয়া গেল) ভোগের ব্যবস্থা ক'রে দাও শীগ্‌গির—চল ঠাকুর।

[রজনী ও হেরম্বনাথের প্রস্থান।

পার্ব্বতী। আমি এখনি ভোগের জোগাড় ক'রে দিচ্ছি—

বাউল। তাহ'লে আমারও একটু প্রসাদ পাওয়া চলবে?

আজ রাধারমণের তিন দিন পরে "ভোগ" হবে, বাউলেরও প্রায় তাই। আজকের ভোগ যে দেবতাবাঞ্ছিত অমৃত—আজ রাধারমণের প্রসাদ মাথায় নিয়ে নেচে নেচে বলবো—

গীত।

"মরণ তোরে আর কি ড'রি।
জন্মান্তরের সকল বালাই
নিলেন হ'রি স্বয়ং হরি।
মরণে আজ আর না ডরি—"

পার্ব্বতী। আজ শুধু তুমি কেন—যারা এখন মন্দিরে উপস্থিত আছে সবাই প্রসাদ পাবে—আজ মন্দিরে মহা-যজ্ঞের আয়োজন হোক্—

(সমবেত জনতা হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল)

স্মৃতি। হাঁ তাই হোক আর এই যজ্ঞের সমস্ত ব্যয়ভার আমি বহন ক'রবো—আমি সকলকে ভোজন করাবার পর তাদের উচ্ছিষ্ট স্বহস্তে পরিষ্কার ক'রবো—

শেখর। তা কি হয়—না না, হয় না—

স্মৃতি। আমার কৃতকার্য্যের যা প্রায়শ্চিত্ত হওয়া উচিত তার তুলনায় এতো কিছুই নয় শেখর। আমার পাপের যাতে ক্ষয় হয়, তাতে আর বাধা দিয়োনা শেখর—আমার সঙ্কল্প হ'তে আর—

দয়াল। তাই হোক্। স্মৃতিভূষণ মশাই যদি সংকল্প ক'রে থাকেন—তাহ'লে আর বাধা দিয়ো না শেখর।

২য় গ্রামবাসি। ওহে চল বাড়ীটা ঘুরে আসি, আজ

এখানে প্রসাদ পেতে হবে তো—আরও সরাইকে ডেকে নিয়ে আসি—

[প্রস্থান।

বাউল। হাঁ সবাইকে ডেকে আনো—ত্রিবেণীর কেউ যেন আজকের অমৃত থেকে বঞ্চিত না হয়। হেরম্ব-ঠাকুরের কৃপায় সকলের জন্মান্তরের বালাই ঘুচে যাক্। সকলের দোরে দোরে গিয়ে চেঁচিয়ে বল' ওরে আয় আয়—আয় অনাথ, আয় আতুর, আয় রোগী—আয় ভোগী—আয় তোরা, আজ মন্দিরে এসে জন্মান্তরের বালাইটার হাত এড়িয়ে যা—আজ মন্দিরে দেবতাবাঞ্ছিত ধন বিতরণ হবে—ওরে ভাবের কাঙ্গাল আয়, তোর ভাবের ভাণ্ডার পূর্ণ ক'রবি আয়।

শেখর। কুবলয় চল, হেরম্ব-ঠাকুরের কাছে চল। হেরম্ব-ঠাকুরকে সব ঘটনাটা বুঝিয়ে বলিগে। আপনিও আসুন পণ্ডিত মশাই, ভোগের আয়োজন করুন। দেখছেন না, বাউলদা একেবারে মেতে গিয়েছেন।

[কুবলয়, শেখর ও স্মৃতিভূষণের প্রস্থান।

(অতসীর প্রবেশ)

বাউল। "মাতবো" না? কত জন্ম জন্মান্তরের পুণ্যফলে, এমন "মাতার" মত সুযোগ এসেছে!

অতসী। তবে বেরিয়ে পড়ার সুযোগ নিয়ে মেতেছিলে কেন? দেখলে তো ফিরতে হ'ল?

বাউল। হাঁ তাহ'ল বৈকি। আরতো সেটা অস্বীকার করা চলেনা অতসী।

অতসী। কেন ফিরলে?

বাউল। রাধারমণ যে ফিরিয়ে আনলেন।

অতসী। বটে!

বাউল। তার ওপর, তোর টানও যে একটু ছিল না, তা নয় অতসী—

অতসী। বটে! তা আবার কখনও যাবে ও রকম ক'রে তাঁকে খুঁজতে?

বাউল। না, আর যাব না, অতসী—কিছুতেই নয়, এবার মন্দির আঁকড়ে প'ড়ে থাকবো। এবার একবার ভাব সাগরে ডুব দিয়ে দেখি সেখানে সাত রাজার ধন মাণিক পাই কিনা?

(**শেখরের প্রবেশ**)

শেখর। দেখলে তো দিদি।

অতসী। কি ভাই?

শেখর। শক্তি আর ভক্তির মধ্যে কোনটা বড়। আমি সপ্তগ্রামে গিয়েছিলাম, কুবলয়ের সঙ্গে আমার কথা ছিল যে কোনও মূহুর্ত্তে রজনীকে ত্রিবেণীতে নিয়ে আসতে পারবো। প্রথমে মনে হ'য়েছিল যাঁরা চক্রান্ত ক'রে এই কাজ ক'রেছেন, তাদের দেখিয়ে দিই, ত্রিবেণীর "বাপে খেদানো মায়ে তাড়ানো" ছেলেরা কত বড় শক্তিশালী, আর তাদের সঙ্গে কত বড় এক শক্তিশালিনীর শুভেচ্ছা জড়িত আছে।

বাউল। সে শক্তিশালিনীটী কে শেখর?

শেখর। কেন দিদি নিজেকে চেন না?

অতসী। ছিঃ কি যে বল' শেখর! তোমারা আমায় বড্ড বাড়িয়ে তুলছো।

শেখর। কিন্তু ভুল ভেঙ্গে গেছে দিদি। আজ আমি এক মহাসত্যের সঙ্গে পরিচিত হ'য়েছি।

অতসী। কি সত্য ভাই?

শেখর। দেহের শক্তি পশু শক্তি, সে শক্তি, শক্তিই নয়-- শক্তি একাগ্রতার, একনিষ্ঠার দৃঢ় বিশ্বাসের।

বাউল। কেমন হার মানলে তো?

অতসী। তুমিও ঠকেছ শেখর--বাউলই শুধু নয়-- তুমিও ঠকেছ।

শেখর। ঠকেছি বটে, কিন্তু এ ঠকাতে আমার লাভ বই লোকসান হয় নি দিদি! চল ভোগের কি ব্যবস্থা হ'চ্ছে দেখে আসি, এস বাউলদা---

[সকলের প্রস্থান।

(**কুবলয় ও রজনীর প্রবেশ**)

রজনী। না কুবলয়, আমি মন্দির ছেড়ে সপ্তগ্রামে গিয়ে থাকতে পারবো না—আমায় ছেড়ে রাধারমণ যে কিছুতেই থাকতে পারেন না—তাঁর যে বড় কষ্ট হয়। তা ছাড়া ঠাকুর বুড়ো হ'য়েছেন তাঁরই বা সেবা ক'রবে কে? আমি মন্দির ছেড়ে কিছুতেই যেতে পারবো না।

কুবলয়। আর তার প্রয়োজন নেই রজনী। আমিও তোমায় আর মন্দিরের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চাইনে। আমি আর সপ্তগ্রামে যাব না—এখানে রাধা-রমণের সেবায় আত্মনিয়োগ ক'রবো।

রজনী। কি ব'লছো কুবলয়, এখানে থাকতে পারবে তুমি? কষ্ট হ'বে না তোমার?

কুবলয়। কষ্ট! কিসের কষ্ট রজনী? এই মন্দির দুয়ারে প্রহরী থাকবো জীবনের শেষ দিন অবধি। আমার সকল নিস্বতা পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠবে—তোমার কলকণ্ঠের মধুর ঝঙ্কারে। সম্মুখে থাকবেন দশ দিক আলো ক'রে বিশ্বপতি রাধারমণ। আর পার্শ্বে থাকবে তুমি—এক অলোক-সামান্যা দেবদাসী—আমার, না—না—আমার নয়, ত্রিবেণীর নয়, তুমি—তুমি বিশ্বপতি রাধারমণের দেবদাসী—

রজনী। কুবলয়—তাই হোক।

কুবলয়। রজনী—

(কুবলয় রজনীকে স্পর্শ করিবার জন্য উভয় বাহু প্রসারিত করিল…রজনী দূরে সরিয়া গিয়া কহিল)

রজনী। আর নূতন ক'রে ভুল ক'রো না কুবলয়, আমি যে দেবদাসী।

যবনিকা।